দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

বিভিন্ন নেক আমলের ফযীলত প্রসঙ্গে

পরিচ্ছেদ - ১৮০

পবিত্র কুরআন পড়ার ফযীলত

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِه)). رواه مسلم

১/৯৯৮। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا)). رواه مسلم

২/৯৯৯। নাওআস ইবনে সামআন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, পবিত্র কুরআন ও ইহজগতে তার উপর আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের সপক্ষে (প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিপ্ত হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)). رواه البخاري

৩/১০০০। উসমান ইবনে আফফান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়। *(বুখারী)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اَلَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِه مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১০০১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মত হিফয্কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয্ না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(বুখারী, মুসলিম ৭৯৮নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১০০২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)). رواه مسلم

৬/ ১০০৩। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ) দ্বারা (তার উপর আমলকারী) জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা (এর অবাধ্য) অন্য গোষ্ঠীর পতন সাধন করেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৭/ ১০০৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ। (১) যাকে আল্লাহ কুরআন (মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে ওর (আলোকে) দিবা-রাত্রি পড়ে ও আমল করে। (২) যাকে আল্লাহ তাআলা মালধন দান করেছেন এবং সে (আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ ، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ((تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৮/ ১০০৫। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি লোক সূরা কাহাফ পাঠ করছিল। তার পাশেই দুটো রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ইতিমধ্যে লোকটিকে একটি মেঘে ঢেকে নিল। মেঘটি লোকটির নিকটবর্তী হতে থাকলে ঘোড়াটি তা দেখে চকতে আরম্ভ করল। অতঃপর যখন সকাল হল তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তা (শুনে) তিনি বললেন, ওটি শান্তি ছিল, যা তোমার কুরআন পড়ার দরুন অবতীর্ণ হয়েছে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : الـــم حَرفٌ ، وَلَكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৯/ ১০০৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ। (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী, হাসান)*

১০/ ১০০৭। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا)). رواه أَبو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১১/ ১০০৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, তুমি কুরআন কারীম পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৮১

কুরআন মাজীদ সযত্নে নিয়মিত পড়া ও তা ভুলে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ

عَن أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১০০৯। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই কুরআনের প্রতি যত্ন নাও। (অর্থাৎ, নিয়মিত পড়তে থাক ও তার চর্চা রাখ।) সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, উঁট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়। (অর্থাৎ, অতিশীঘ্র ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।) *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১০ ১০। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উঁট-ওয়ালার মত। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উঁট পালিয়ে যাবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৮২

সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। মধুরকণ্ঠ কারীকে তা পড়ার আবেদন করা ও তা মনোযোগ সহকারে শোনা প্রসঙ্গে

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১০১১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ এভাবে কান পেতে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠ পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চ স্বরে কুরআন মাজীদ পড়তেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

আল্লাহর কান পেতে শোনার মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি সেই তেলাঅতে সন্তুষ্ট হন এবং তা কবুল করেন।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((لَقدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)). متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ الْبَارِحَةَ)) .

২/ ১০১২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে। *(বুখারী, মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যদি তুমি আমাকে গত রাতে তোমার তেলাঅত শোনা অবস্থায় দেখতে (তাহলে তুমি কতই না খুশি হতে)!

وَعَنِ البَراءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১০১৩। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এশার নামাযে সূরা 'অত্তীন অযযাইতূন' পড়তে শুনেছি। বস্তুতঃ আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بَشِيرِ بنِ عَبدِ الْمُنذِرِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا)) رواه أَبُو داود بإسناد جيد.

৪/ ১০১৪। আবূ লুবাবাহ বাশীর ইবনে আব্দুল মুনযির ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিষ্ট স্বরে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের মধ্যে নয়। (অর্থাৎ আমাদের ত্বরীকা ও নীতি-আদর্শ বহির্ভূত।) *(আবূ দাউদ, উত্তম সূত্রে)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ((اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ)) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : ((إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)). فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

النِّسَاء ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً } قَالَ :((حَسْبُكَ الآنَ)) فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১০ ১৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, (হে ইবনে মাসঊদ!) আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরে তা অবতীর্ণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, অপরের মুখ থেকে (কুরআন পড়া) শুনতে আমি ভালবাসি। সুতরাং তাঁর সামনে সূরা নিসা পড়তে লাগলাম, পড়তে পড়তে যখন এই (৪১নং) আয়াতে পৌঁছলাম - যার অর্থ, "তখন তাদের কি অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি বললেন, যথেষ্ট, এখন থাম। অতঃপর আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি। তাঁর নয়ন যুগল অশ্রু ঝরাচ্ছে। *(বুখারী, মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৮৩

বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াত পাঠ করার উপর উৎসাহ দান

عَن أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بن الْمُعَلَّى ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟)) فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ : لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ ؟ قَالَ : ((اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِيْ أُوتِيتُهُ)). رواه البخاري

১/ ১০ ১৬। আবূ সাঈদ রাফে' ইবনে মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দিব না? এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দিব? সুতরাং তিনি বললেন, (তা হচ্ছে) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে 'সাবউ মাষানী' (অর্থাৎ, নামাযে বারংবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ)) .

وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟))، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : (({ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ } : ثُلُثُ الْقُرْآنِ)). رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২/১০১৭। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা) 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অপারগ? প্রস্তাবটি তাদের পক্ষে ভারী মনে হল। তাই তাঁরা বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ কাজ আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে? (অর্থাৎ, কেউ পারবে না।) তিনি বললেন, 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ' (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল। (অর্থাৎ, এই সূরা পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সমান নেকী অর্জিত হয়।) *(বুখারী)*

وَعَنْه : أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)) يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ)). رواه البخاري

৩/১০১৮। উক্ত সাহাবী ﷺ আরো বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কোন লোককে সূরাটি বারবার পড়তে শুনল। অতঃপর সে সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। সে সূরাটিকে নগণ্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } ((إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)). رواه مسلم

৪/১০১৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা) 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } قَالَ : ((إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) . ورواه البخاري في صَحيحه تعليقاً.

৫/১০২০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি এই (সূরা) 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। তিনি বললেন, এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। *(তিরমিযী হাসান সূত্রে, বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে)*

وَعَنْ عُقبَةَ بن عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ })). رواه مسلم

৭/১০২১। উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হল,) 'ক্বুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'ক্বুল আঊযু বিরাব্বিন নাস।' *(মুসলিম ৮১৪ নং, তিরমিযী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ ، حَتَّى نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

৭/ ১০২২। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ}))). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

৮/ ১০২৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষাবধি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্ক' (সূরা মুল্ক)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ.

৯/ ১০২৪। আবূ মাসঊদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু'টি যথেষ্ট হবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ)). رواه مسلم

১০/ ১০২৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে। *(মুসলিম)*

(অর্থাৎ সুন্নত ও নফল নামায তথা পবিত্র কুরআন পড়া ত্যাগ ক'রে ঘরকে কবর বানিয়ে দিয়ো না। যেহেতু কবরে এ সব বৈধ নয়।)

وَعَنْ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟)) قُلْتُ : { اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } فَضَرَبَ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : ((لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ)). رواه مسلم

১১/ ১০২৬। উবাই ইবনে কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ মুনযির! তুমি কি জান, মহান আল্লাহর গ্রন্থ (আল কুরআন)এর ভিতর তোমার যা মুখস্থ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) আয়াত কোন্‌টি? আমি বললাম, সেটা হচ্ছে আয়াতুল কুর্সী। সুতরাং তিনি আমার বুক চাপড়ে বললেন, আবুল মুনযির!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তোমার জ্ঞান তোমাকে ধন্য করুক। *(মুসলিম)*

(অর্থাৎ তুমি, নিজ জ্ঞানের বর্কতে উক্ত আয়াতটির সন্ধান পেয়েছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ)) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ ، لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : ((إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ)) فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَة ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُودُ ! فَقَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قَالَ : ((مَا هِيَ ؟)) قُلْتُ : قَالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ : { اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } وَقَالَ لِي : لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟)) قُلْتُ : لاَ . قَالَ : ((ذَاكَ شَيْطَانٌ)). رواه البخاري

১২/ ১০২৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (ফিৎরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুতঃ (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, তোকে অবশ্যই আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করব। সে আবেদন করল, আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কি আচরণ করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব ও (অসহায়) পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল। সুতরাং তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সতর্ক থাক, সে আবার আসবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, অবশ্যই তোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করব। সে বলল, আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে ছেড়ে দাও) আমি আর আসবো না। সুতরাং আমার মনে দয়া হল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম তখন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আবূ হুরাইরা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কিরূপ আচরণ করেছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানাল। সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সতর্ক থাক, সে আবার আসবে।

সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে (এসে) আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, এবারে তোকে নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার। 'ফিরে আসবো না' বলে তুই আবার ফিরে এসেছিস। সে বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। আমি বললাম, সেগুলি কি? সে বলল, যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী পাঠ করে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আবার সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺএর কাছে গেলাম।) তিনি আমাকে বললেন, তোমার বন্দী কি আচরণ করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে বলল, আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন। বিধায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে শব্দগুলি কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি বিছানায় (শোয়ার জন্য) যাবে তখন আয়াতুল কুর্সী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' পড়ে নেবে। সে আমাকে আরো বলল, তার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবূ হুরাইরা! তুমি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে শয়তান ছিল। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ)) . وفي رواية : ((مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ)) رواهما مسلم

১৩/ ১০২৮। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের (ফিৎনা) থেকে পরিত্রাণ পাবে। অন্য বর্ণনায় 'কাহফ সূরার শেষ দিক থেকে' উল্লেখ হয়েছে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عليه السلام قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوقِهِ ، فَرَفَعَ رَأسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ ، فنَزلَ منهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطّ إِلاَّ اليَومَ فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيتَه. رواه مسلم

১৪/ ১০২৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি (জিবরীল) মাথা তুলে বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হল। ইতিপূর্বে এটা কখনও খোলা হয়নি। ওদিক দিয়ে একজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হল। এই ফিরিশ্তা যে দুনিয়াতে অবতরণ করেছে, ইতিপূর্বে কখনও অবতরণ করেনি। সুতরাং তিনি এসে নবী ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বললেন, আপনি দু'টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন। যা আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (সেদু'টি হচ্ছে) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ। ওর মধ্য হতে যে বর্ণটিই পাঠ করবেন, তাই আপনাকে দেওয়া হবে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৮৪

কুরআন পঠন-পাঠনের জন্য সমবেত হওয়া মুস্তাহাব

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)). رواه مسلم

১/ ১০৩০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পড়ে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত ঢেকে নেয় আর ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৮৫

ওযূর ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إِلَى قَوْلِه تَعَالَى: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة : ٦]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। *(সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১০৩১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হবে, যে সময় তাদের ওযূর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে। (অর্থাৎ সে যেন তার ওযূর সীমার অতিরিক্ত অংশও ধুয়ে ফেলে।) *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْه، قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُوْلُ: ((تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ)). رواه مسلم

২/ ১০৩২। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধু ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (পরকালে) মু'মিনের অলংকার ততদূর হবে, যতদূর তার ওযূর (পানি) পৌঁছবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَن تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِه حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِه)). رواه مسلم

৩/ ১০৩৩। উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে তার পাপসমূহ তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি তার নখগুলোর নিচে থেকেও (পাপ) বেরিয়ে যাবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : رَأيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوَضَّأَ هكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِد نَافِلَةً)). رواه مسلم

৪/ ১০৩৪। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই ওযূর মত ওযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ ওযূ করবে তার পূর্বকৃত পাপরাশি মাফ করা হবে এবং তার নামায ও মসজিদের দিকে চলার সওয়াব অতিরিক্ত হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَو الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْه مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْه ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْه كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْه ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ المَاءِ ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ)). رواه مسلم

৫/ ১০৩৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিম কিম্বা মু'মিন বান্দাহ যখন ওযূ করবে এবং যখন সে নিজ মুখমন্ডল ধৌত করবে, তখন তার মুখমন্ডল হতে সেই গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যাবে, যে সব গোনাহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তার দু'টি চোখ দিয়ে দেখার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। (অনুরূপভাবে) যখন সে নিজ হাত দু'টি ধোবে তখন তা হতে সে সব পাপ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে নির্গত হয়ে যাবে, যে সব পাপ তার দুই হাত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এবং যখন সে নিজ পা দু'টি ধৌত করবে তখন তার পা দু'টি হতে সে সমস্ত পাপরাশি পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে বের হয়ে যাবে, যেগুলি তার দু'টি পায়ে চলার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। শেষ অবধি সে (ক্ষুদ্র) পাপরাশি হতে পাক-পবিত্র হয়ে বেরিয়ে আসবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى المَقبَرَةَ ، فَقَالَ : ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا)) قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ)) قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : ((أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ)). رواه مسلم

৬/ ১০৩৬। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন, হে (পরকালের) ঘরবাসী মু'মিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক। যদি আল্লাহ চান তো আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার বাসনা যে, যদি আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সহচরবৃন্দ। আমার ভাই তারা, যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, আচ্ছা বল, যদি খাঁটি কাল রঙের ঘোড়ার দলে, কোন লোকের কপাল ও পা সাদা দাগবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না কি? তাঁরা বললেন, অবশ্যই পারবে, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তারা এই অবস্থায় (হাশরের মাঠে) আগমন করবে যে, ওযূ করার দরুন তাদের হাত-পা চমকাতে থাকবে। আর আমি 'হওযে কাউষার'-এ তাদের অগ্রগামী ব্যবস্থাপক হব। (অর্থাৎ, তাদের আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব।) *(মুসলিম)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)). رواه مسلم

৭/ ১০৩৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দিবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? তাঁরা বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহ রসূল! তিনি বললেন (তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী অক্তের নামাযের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জন্য অপেক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مالك الأشعري ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ)). رواه مسلم

৮/ ১০৩৮। আবূ মালেক আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন (বাহ্যিক) পবিত্রতা অর্জন করা হল অর্ধেক ঈমান। *(মুসলিম)*

এ হাদীসটি 'ধৈর্যের বিবরণ' পরিচ্ছেদে সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ মর্মে আম্র ইবনে আবাসাহ ﷺ হতে বর্ণিত, হাদীস 'আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব' পরিচ্ছেদের শেষদিকে গত হয়েছে। হাদীসটি বড় গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বহু কল্যাণময় কর্মের কথা পরিবেশিত হয়েছে।

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)). رواه مسلم ، وزاد الترمذي : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ)) .

৯/ ১০৩৯। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, পরিপূর্ণরূপে ওযূ করে যে ব্যক্তি এই দুআ বলবে, 'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।' অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম)*

ইমাম তিরমিযী (উক্ত দুআর শেষে) এ শব্দগুলি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'আল্লা-হুম্মাজ্আলনী মিনাত্তাওয়া-বীনা অজ্আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(তিরমিযী, সহীহ, তামামুল মিন্নাহ দ্রঃ)*

পরিচ্ছেদ - ১৮৬

আযানের ফযীলত

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১০৪০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কি মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কি ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। আর তারা যদি জানত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এশা ও ফজরের নামায (জামাতে) পড়ার ফযীলত কত বেশি, তাহলে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই আসত। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

২/ ১০৪১। মুআবিয়াহ ইবনে আবূ সুফয়ান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিনে সমস্ত লোকের চাইতে মুআয্যিনদের গর্দান লম্বা হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((إِنِّي أَرَاكَ تُحبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك - أَوْ بَادِيَتِكَ - فَأَذَّنْتَ للصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ ، وَلاَ إِنْسٌ ، وَلاَ شَيْءٌ ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ)) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

৩/ ১০৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে স্বা'স্বাআহ হতে বর্ণিত, একদা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ছাগল ও মরুভূমি ভালবাসো। সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলে বা মরুভূমিতে থাকবে আর নামাযের জন্য আযান দিবে তখন উচ্চ স্বরে আযান দিয়ো। কারণ মুআয্যিনের আযান ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, আমি এটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ للصَّلاَةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِه ، يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا – لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ – حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى)). متفقٌ عَلَيْه

৪/ ১০৪৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিঠ ঘুরিয়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তারপর আযান শেষ হলে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত যখন 'তাকবীর' দেওয়া হয় তখন আবার পিঠ ঘুরিয়ে পালায়। অতঃপর যখন 'তাকবীর' শেষ হয় তখন আবার ফিরে আসে। পরিশেষে (নামাযী) ব্যক্তির মনে এই কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করে যে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক বস্তুটা খেয়াল কর। সে সমস্ত বিষয় (স্মরণ করায়) যা পূর্বে তার স্মরণে ছিল না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝতে পারে না, কত রাকআত নামায সে আদায় করল। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)). رواه مسلم

৫/ ১০৪৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন (আযানের উত্তরে) মুয়ায্‌যিন যা কিছু বলবে তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا كَمَا يَقُوْلُ المُؤَذِّنُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬/ ১০৪৫। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা আযান ধ্বনি শুনবে তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্‌যিন যা কিছু বলবে তোমরাও ঠিক তাই বল। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ ، وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

৭/ ১০৪৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে,

'আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অস্‌স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআষহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে। *(বুখারী)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)). رواه مسلم

৮/ ১০৪৭। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দুআ পড়বে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ, রায়ীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অ বিমুহাম্মাদির রাসূলাঁউ অ বিলইসলা-মি দ্বীনা।'

অর্থাৎ, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদ (ﷺ)কে নবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।

সে ব্যক্তির (ছোট ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৯/ ১০৪৮। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আযান ও তাকবীরের মধ্য সময়ে কৃত প্রার্থনা রদ করা হয় না। (অর্থাৎ, এ সময়ের দুআ কবুল হয়)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৮৭

নামাযের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العنكبوت : ٤٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। *(আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟)) قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا)). متفقٌ عَلَيْهِ .

১/ ১০৪৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সাহাবীরা বললেন, (না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন। *(বুখারী)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ)). رواه مسلم

২/ ১০৫০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণ ঠিক প্রবাহিত নদীর ন্যায় যা তোমাদের কোন ব্যক্তির দরজার পাশে থাকে। যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার করে গোসল করে থাকে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [هود : ١١٤] فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذَا ؟ قَالَ : ((لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১০৫১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। অতঃপর সে (অনুতপ্ত হয়ে) নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনাটি বলে। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার অর্থ ঃ "তুমি নামায প্রতিষ্ঠা কর দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির প্রথম ভাগে, নিশ্চয় পুণ্য কর্মাদি পাপরাশিকে বিদূরিত করে থাকে।" *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত)* লোকটি বলল, এ বিধান কি কেবল আমার জন্য? তিনি বললেন, আমার উম্মতের সকলের জন্য। *(বুখারী মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

৪/ ১০৫২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ অক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয় সে সবের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয়। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا مِن امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ؛ وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوب مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)). رواه مسلم

৫/ ১০৫৩। উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করবে। তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকূ' সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহীর ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৮৮

ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১০৫৪। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা নামায পড়ে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

দুই ঠান্ডা নামায হচ্ছে ঃ ফজর ও আসরের নামায।

وَعَنْ أَبِي زُهَيرٍ عُمَارَةَ بنِ رُؤَيْبَةَ ﷺ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)) يعني : الفَجْرَ والعَصْرَ . رواه مسلم

২/ ১০৫৫। আবূ যুহাইর উমারাহ ইবনে রুআইবাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ سُفيَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ ، لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيءٍ)). رواه مسلم

৩/ ১০৫৬। জুন্দুব ইবনে সুফয়ান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল, সে আল্লাহর জামানত লাভ করল। অতএব হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)). متفقٌ عَلَيْه

৪/ ১০৫৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফিরিশ্তাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা ঊর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন - অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামায রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النبيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، فَقَالَ : ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِه ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَافْعَلُوا)) متفقٌ عَلَيْه . وفي رواية : ((فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ)) .

৫/ ১০৫৮। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দর্শন করবে যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। এটি দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে (নিয়মিত) নামায পড়তে পরাহত না হতে সক্ষম হও (অর্থাৎ এ নামায ছুটে না যায়), তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর। *(বুখারী, মুসলিম)* অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি চৌদ্দ তারীখের রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন---।

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)). رواه البخاري

৬/ ১০৫৯। বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট হয়ে গেল। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৮৯

মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১০৬০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন। সে যতবার সকাল অথবা সন্ধ্যায় গমনাগমন করে, আল্লাহও তার জন্য ততবার আতিথেয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِه ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُوَاتُهُ، إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)). رواه مسلم

২/ ১০৬১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ওযূ ক'রে আল্লাহর কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয ইবাদত (নামায) আদায় করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি করে গুনাহ মিটাবে এবং অপরটিতে একটি করে মর্যাদা উন্নত করবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُبيّ بن كَعب ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : لَو اشْتَرَيْتَ حِمَاراً لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى المَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّه)). رواه مُسلم

৩/ ১০৬২। উবাই ইবেন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক আনসারী ছিলেন। মসজিদ থেকে তার চাইতে দূরে কোন ব্যক্তি থাকত বলে আমার জানা নেই। তবুও সে কোন নামায (মসজিদে জামাআতসহ) আদায় করতে ত্রুটি করত না। একদা তাকে বলা হল, যদি একটা গাধা খরিদ করতে এবং রাতের অন্ধকারে ও উত্তপ্ত রাস্তায় তার উপর আরোহন করতে, (তাহলে ভাল হত)। সে বলল, আমার বাসস্থান মসজিদের পার্শ্বে হলেও তা আমাকে আনন্দ দিতে পারত না। কারণ আমার মনস্কামনা এই যে, মসজিদে যাবার ও নিজ বাড়ি ফিরার সময় কৃত প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লিপিবদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর এহেন পুণ্যাগ্রহ দেখে) বললেন, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) তা সমস্তই জুটিয়েছেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : خَلَتِ البِقَاعُ حَولَ المَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُمْ : ((بَلَغَنِي أَنَّكُم تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ؟)) قَالُوا : نَعَم، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : ((بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، فَقَالُوا : مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا . رواه مسلم ، وروى البخاري معناه من رواية أنس .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/ ১০৬৩। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর আশে-পাশে কিছু জায়গা খালি হয়। (এ দেখে) সালেমা গোত্র মসজিদে (নববী)এর নিকট স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এ খবর নবী ﷺ জানতে পারলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাচ্ছ! তারা বলল, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, হে সালেমা গোত্র! তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে। তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে। তারা বলল, (মসজিদের নিকট) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে আনন্দ দেবে না। *(মুসলিম, ইমাম বুখারী ও আনাস ﷺ হতে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىً ، فَأَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১০৬৪। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, (মসজিদে জামাআতসহ) নামায পড়ার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি (জামাআতের সাথে) নামাযের অপেক্ষা না করেই একা নামায পড়ে শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ بُرَيدَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((بَشِّرُوا المَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ

৬/ ১০৬৫। বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেদেরকে, কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ জ্যোতির শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)). رواه مسلم

৭/ ১০৬৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দিবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? তাঁরা বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহ রসূল! তিনি বললেন (তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। *(মুসলিম)*

৮/ ১০৬৭। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৯০

নামাযের প্রতীক্ষা করার ফযীলত

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، لاَ يَمنَعُهُ أَنْ يَنقَلِبَ إِلَى أَهْلِه إِلاَّ الصَّلاةُ)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১০৬৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাযের প্রতীক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে আসলে নামাযের মধ্যেই থাকে। নামায ছাড়া (তাকে) তার স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অন্য কোন জিনিস বাধা দেয় না। (অর্থাৎ, নামাযের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ বসে থাকে, পুণ্যপ্রাপ্তির দিক দিয়ে সে পরোক্ষভাবে নামাযেই প্রবৃত্ত থাকে।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيه، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)). رواه البُخَارِيُّ

২/ ১০৬৯। উক্ত রাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, ফিরিশ্তাবর্গ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুআ করে থাকেন যতক্ষণ সে সেই স্থানে অবস্থান করে যেখানে সে নামায পড়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযূ নষ্ট হয়েছে; বলেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।' *(বুখারী)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا)). رواه البُخَارِيُّ

৩/ ১০৭০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিলেন। অতঃপর নামায পড়ার পর আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললেন, লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা নামাযেই ছিলে; যখন থেকে তার অপেক্ষায় ছিলে। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১৯১

জামাআত সহকারে নামাযের ফযীলত

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). متفقٌ عَلَيْه

২/ ১০৭১। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِه فِي بَيْتِه وَفِي سُوقِه خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفَاً ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ ، لاَ يُخرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ)). متفقٌ عَلَيه، وهذا لفظ البخاري

২/ ১০৭২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাতের সাথে কারো নামায পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে ২৫ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ। তা এই জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে। আর একমাত্র নামাযই তাকে বের করে (অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা হয়। তারপর যখন সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযূ সহকারে অবস্থান করে, ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করেন; তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ! ওর প্রতি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! তুমি ওকে রহম কর। আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে। *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি বুখারীর)*

وَعَنْه ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِه ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((فَأَجِبْ)). رواه مُسلم

৩/ ১০৭৩। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, একটি অন্ধ লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কোন পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সুতরাং সে নিজ বাড়িতে নামায পড়ার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে রওনা দিল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি আহবান (আযান) শুনতে পাও? সে বলল, জী হ্যাঁ, তিনি বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও। (অর্থাৎ মসজিদেই এসে নামায পড়। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ – وَقِيلَ : عَمْرِو بنِ قَيسٍ - المَعرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ ﷺ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ المَدِينَةَ كَثِيرةُ الهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ ، فَحَيَّهلاً)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

৪/ ১০৭৪। আব্দুল্লাহ (মতান্তরে) আম্র ইবনে ক্বায়স ওরফে ইবনে উম্মে মাকতূম মুয়াযযিন ﷺ হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মদীনায় সরীসৃপ (সাপ, বিছু ইত্যাদি বিষাক্ত জন্তু) ও হিংস্র পশু অনেক আছে। (তাই আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি দিন)। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' (আযান) শুনতে পাও? (যদি শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসো। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهمْ)). متفقٌ عَلَيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/ ১০৭৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর কোন লোককে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে আসেনি) এবং তাদেরকে সহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(এত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নামায জামাতসহ পড়া ওয়াজেব; যদি কোন শরয়ী ওযর না থাকে।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غَداً مُسْلِماً ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ مُسلِم

وفي رواية لَهُ قَالَ : إِنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ؛ وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ .

৬/ ১০৭৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত, সে যেন এই নামাযসমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে, যেখানে তার জন্য আযান দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, মসজিদে) কেননা, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর নিমিত্তে হিদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই নামাযসমূহ হিদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। যদি তোমরা (ফরয) নামায নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোকে নিজ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা ছেড়ে দাও, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা গুমরাহ (পথহারা) হয়ে পড়বে। আমি আমার লোকেদের এই পরিস্থিতি দেখেছি যে, নামায (জামাতসহ পড়া) থেকে কেবল সেই মুনাফিক (কপট মুসলিম) পিছিয়ে থাকে, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আর (দেখেছি যে, পীড়িত) ব্যক্তিকে দু'জনের উপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে দাঁড় করানো হতো। *(মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ হেদায়াতের (সৎপথপ্রাপ্তির) পন্থা বলে দিয়েছেন। আর হিদায়েতের অন্যতম পন্থা, সেই মসজিদে নামায পড়া, যেখানে আযান দেওয়া হয়।

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلاَ بَدْوٍ ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمِ الشَّيْطَانُ . فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإسناد حسن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭/ ১০৭৭। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে। *(আবূ দাউদ-হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ১৯২

ফজর ও এশার জামাআতে হাযির হতে উৎসাহদান

عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)). رواه مُسلم

وفي رواية الترمذي عَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ)). قَالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح))

১/ ১০৭৮। উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ফজরের নামায জামাআতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত নামায পড়ল। *(মুসলিম)*

তিরমিযীর বর্ণনায় উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামাযের জামাআতে হাযির হবে, তার জন্য অর্ধরাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকী হবে। আর যে এশা সহ ফজরের নামায জামাআতে পড়বে, তার জন্য সারা রাত ব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকী হবে। *(তিরমিযী, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيه . وقد سبق بطوله .

২/ ১০৭৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি লোকে এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানতে পারত, তাহলে তাদেরকে হামাগুড়ি বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই ঐ নামাযদ্বয়ে আসত। *(বুখারী ও মুসলিম)* এটি সবিস্তার ১০৪০ নম্বরে গত হয়েছে।

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيه

৩/ ১০৮০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৯৩

ফরয নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ এবং তা ত্যাগ করা সম্বন্ধে কঠোর নিষেধ ও চরম হুমকি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى } [البقرة : ٢٣٨]

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৮ আয়াত)*

{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } [التوبة : ٥]

অর্থাৎ, যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيهِ

১/ ১০৮১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন, যথা সময়ে নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيهِ

২/ ১০৮২। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) কা'বাগৃহের হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)). متفقٌ عَلَيهِ

৩/ ১০৮৩। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ তারা এই সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, এবং নামায প্রতিষ্ঠা না করবে, যাকাত আদায় না করবে। সুতরাং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যখনই তারা ওসব বাস্তবায়ন করবে, তখনই তারা ইসলামী হক ব্যতিরেকে নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে বাঁচিয়ে নিবে। আর তাদের (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)). متفقٌ عَلَيهِ

৪/ ১০৮৪। মুআয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠালেন ও বললেন, নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহবান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এই আদেশটিও পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে তুমি (যাকাত আদায়ের সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল-ধন হতে বিরত থাকবে এবং মযলূম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির বদ্দুআ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفرِ ، تَرْكَ الصَّلاَةِ)). رواه مُسلم

৫/ ১০৮৫। জাবের ﷺ হতে বণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা। *(মুসলিম)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اَلعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)). رواه التِّرمذيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح))

৬/ ১০৮৬। বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ شقيق بن عبد الله التَّابعيِّ المتَّفَقِ عَلَى جَلاَلَتِه رَحِمهُ اللهُ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ . رَوَاهُ التِّرمذيُّ فِي كتاب الإيمان بإسناد صحيحٍ

৭/ ১০৮৭। সর্বজন মহামান্য শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না। *(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বিশুদ্ধ সানাদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا)). رواه التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

৮/ ১০৮৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দাহর (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয় তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায় তাহলে প্রভু বলবেন, দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে? অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৯৪

প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারসমূহ পূরণ করা, কাতার সোজা করা এবং ঘন হয়ে কাতার বাঁধার গুরুত্ব

عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: ((أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟)) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: ((يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)). رواه مُسلِم

১/ ১০৮৯। জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, ফিরিশ্তামণ্ডলী যেরূপ তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হন, তোমরা কি সেরূপ সারিবদ্ধ হবে না। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তামণ্ডলী তাদের প্রভুর নিকট কিরূপ সারিবদ্ধ হন? তিনি বললেন, প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে ঘন হয়ে দাঁড়ান। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا)). متفقٌ عَلَيهِ

২/ ১০৯০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কি মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ছাড়া অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)). رواه مُسلِم

৩/ ১০৯১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হল পিছনের (শেষ) কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً ، فَقَالَ لَهُمْ : ((تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ)). رواه مُسلم

৪/ ১০৯২। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সাহাবীদের মাঝে (প্রথম কাতার থেকে) পিছিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তাঁদেরকে বললেন, আগে এসো, অতঃপর আমার অনুসরণ কর। আর যারা তোমাদের পরে আছে, তারা তোমাদের অনুকরণ করুক। (মনে রাখবে) লোকে সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে (তাঁর করুণাদানে) পিছনে করে দেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ ، وَيَقُوْلُ : ((اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). رَوَاهُ مُسلم

৫/ ১০৯৩। আবূ মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযে (কাতার বাঁধার সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তারা যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَوُّوْا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ)). متفقٌ عَلَيه ، وفي رواية للبخاري : ((فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ)) .

৬/ ১০৯৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে দাঁড়িয়ে) বললেন, তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ বিশেষ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, কেননা, কাতার সোজা করা, নামায প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْه ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ)). رواه البُخَارِيُّ بلفظه ، ومسلم بمعناه .

وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

৭/ ১০৯৫। পূর্বোক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নামাযের তাকবীর (ইকামত) দেওয়া হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললেন, তোমরা কাতারসমূহ সোজা কর এবং মিলিতভাবে দাঁড়াও। কারণ, তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই। *(এই শব্দে বুখারী এবং একই অর্থে মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার পার্শ্বস্থ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিত।

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)). متفقٌ عَلَيه

وفي رواية لمسلم : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى رَأى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ : ((عِبَادَ اللهِ ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) .

৮/১০৯৬। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজেদের কাতার জরুর সোজা করে নাও; নচেৎ আল্লাহ তোমাদের মুখমন্ডলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারগুলি এমনভাবে সোজা করতেন যেন তিনি এর দ্বারা তীর সোজা করেছেন। (তিনি তাতে প্রবৃত্ত থাকতেন) যতক্ষণ না তিনি ﷺ জানতে পারতেন যে, আমরা তাঁর কথা বুঝে ফেলেছি। একদিন তিনি বাইরে এলেন (তারপর মুয়ায্যিন) তাকবীর দিতে উদ্যত হচ্ছিল, এমন সময় একটি লোকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যার বুক কাতার থেকে আগে বেরিয়ে ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা নিজেদের কাতার সোজা করে নাও; নচেৎ তোমাদের মুখমন্ডলের মধ্যে আল্লাহ বিভিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

(অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা জন্ম নেবে, যার অনিবার্য পরিণতি হবে অনৈক্য, অশান্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ তথা অধঃপতন।)

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُوْلُ : ((لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ)). وَكَانَ يَقُوْلُ : ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

৯/১০৯৭। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে কাতারের ভিতরে ঢুকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলা ফেরা করতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত দিতেন (অর্থাৎ, হাত দিয়ে কাতার ঠিক করতেন) আর বলতেন, তোমরা বিভেদ করো না (অর্থাৎ, কাতার থেকে আগে পিছে হয়ো না।) নচেৎ তোমাদের অন্তর রাজ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রথম কাতারগুলির উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করে। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، ولاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ)). رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১০/ ১০৯৮। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতারগুলি সোজা করে নাও। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও। (কাতারের) ফাঁক বন্ধ করে নাও। তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম করে দাও। আর শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ো না। (মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে কাতারে ফাঁক রাখবে) আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন করবেন। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهُ الْحَذَفُ)). حديث صحيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسنادٍ عَلَى شرط مسلم

১১/ ১০৯৯। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘন করে কাতার বাঁধ এবং কাতারগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি রাখ। ঘাড়সমূহ একে অপরের বরাবর কর। সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, কাতারের মধ্যেকার ফাঁকে শয়তানকে আমি প্রবেশ করতে দেখতে পাই, যেন তা কালো ছাগলের ছানা। *(এ হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবূ দাউদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।)*

حذف এর অর্থ কালো ছোট ছাগল, যা ইয়ামানে পাওয়া যায়।

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ بِإسناد حسن

১২/ ১১০০। পূর্বোক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামায প্রাক্কালে) বলেন, তোমরা আগের কাতারটি পূর্ণ করে নাও। তারপর ওর সংলগ্ন (কাতার পূর্ণ কর)। তারপর যে অসম্পূর্ণতা থাকে, তা শেষ কাতারে থাকুক। *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*

১৩/ ১১০ ১। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنِ الْبَرَاءِ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ)). رواه مُسلِمٌ

১৪/ ১১০২। বারা' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসুল ﷺ-এর পিছনে যখন নামায পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে (দাঁড়ানো) পছন্দ করতাম। যাতে তিনি স্বীয় মুখমন্ডল আমাদের দিকে ফিরান। বস্তুতঃ আমি (একদিন) তাঁকে বলতে শুনেছি, 'রাব্বি ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআষু (অথবা তাজমাউ) ইবা-দাক।' হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচায়ো, যেদিন তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে কিংবা হিসাবের জন্য জমা করবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَسِّطُوا الإِمَامَ، وَسُدُّوا الخَلَلَ)). رواه أَبُو دَاوُد.

১৫/ ১১০৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইমামকে কাতারের ঠিক মাঝখানে কর। আর কাতারের ফাঁক বন্ধ করো। *(আবূ দাউদ, হাদীসের প্রথমাংশ সহীহ নয়।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৯৫

ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে 'মুআক্কাদাহ' পড়ার ফযীলত। আর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ও তার মাঝামাঝি রাকআত-সংখ্যার বিবরণ

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيرَ الفَرِيضَةِ ، إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ)). رواه مُسلِمٌ

১/১১০৪। মু'মিন জননী উম্মে হাবীবাহ রামলা বিন্তে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যহ ফরয নামায ছাড়া বারো রাকআত সুন্নত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعدَ المَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعدَ العِشَاءِ . متفقٌ عَلَيهِ

২/১১০৫। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি দু' রাকআত যোহরের (ফরযের) আগে, দু' রাকআত তার পরে এবং দু' রাকআত জুমআর পরে, দু' রাকআত মাগরেব বাদ, আর দু' রাকআত নামায এশার (ফরযের) পরে পড়েছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ)). قال في الثَّالثة : ((لِمَنْ شَاءَ)). متفقٌ عَلَيهِ

৩/১১০৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। তৃতীয়বারে বললেন, যে চায় তার জন্য। *(বুখারী ও মুসলিম)*

'দুই আযানের মাঝখানে' অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে।

পরিচ্ছেদ - ১৯৬

ফজরের দু' রাকআত সুন্নতের গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১১০৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও ফজরের আগে দু' রাকআত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না। *(বুখারী)*

وَعَنْها ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ . متفقٌ عَلَيه

২/ ১১০৮। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের দু' রাকআত সুন্নতের প্রতি যেরূপ যত্নবান ছিলেন, সেরূপ অন্য কোন নফল নামাযের প্রতি ছিলেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْها ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). رواه مُسلِمٌ . وفي رواية : ((لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً)) .

২/ ১১০৯। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ফজরের দু' রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম। *(মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "ঐ দুই রাকআত আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।"

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ بِلاَلِ بنِ رَبَاحٍ ﷺ ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الغَدَاةِ ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلاَلاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً، فَقَامَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً ، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - : ((إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدّاً ؟ فقَالَ : ((لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ ، لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا)). رواه أَبُو دَاوُدَ بِإسناد حسن

৪/ ১১১০। আবূ আব্দুল্লাহ বিলাল ইবনে রাবাহ যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন ছিলেন। (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের নামাযের খবর দিবার মানসে তাঁর নিকট হাযির হলেন। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রাখলেন তিনি যে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর খুব বেশি পরিস্ফুট হয়ে পড়ল, সুতরাং বিলাল দাঁড়িয়ে নবী ﷺ-কে নামাযের খবর দিলেন এবং বারংবার জানাতে থাকলেন। কিন্তু তিনি বাইরে এলেন না। (তার কিছুক্ষণ পর) তিনি এলেন ও লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তখন বিলাল ﷺ নবী ﷺ-কে জানালেন যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রেখেছিলেন, যে সম্পর্কে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব ফর্সা হয়ে গেল এবং তিনিও বাইরে আসতে দেরি করলেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, আমি ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়ছিলাম। বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো একদম সকাল করে দিলেন। তিনি বললেন, তার চেয়েও বেশি সকাল হয়ে গেলেও, আমি ঐ দু' রাকআত সুন্নত পড়তাম এবং সুন্দর ও উত্তমরূপে পড়তাম। *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*

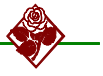

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১৯৭

ফজরের দু' রাকআত সুন্নত হাল্কা পড়া, তাতে কি সূরা পড়া হয় এবং তার সময় কি?

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ . متفقٌ عَلَيه .

وفي روايَةٍ لَهُمَا : يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ .

وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا. وفي رواية: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ.

১/১১১১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সময় আযান ও ইকামতের মাঝখানে সংক্ষিপ্ত দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

উভয়ের অন্য বর্ণনায় আছে, আযান শোনার পর তিনি ফজরের দু' রাকআত সুন্নত এত সংক্ষেপে ও হাল্কাভাবে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি সূরা ফাতেহাও পাঠ করলেন কি না (সন্দেহ)?

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যখন তিনি আযান শুনতেন তখন ঐ দু' রাকআত সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন। অন্য বর্ণনায় আরো আছে, যখন ফজর উদয় হয়ে যেত।

وَعَنْ حَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . متفقٌ عَلَيه .

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

২/১১১২। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, যখন মুআয্যিন আযান দিত ও ফজর উদয় হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যখন ফজর উদয় হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায ছাড়া আর কিছু পড়তেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ . متفقٌ عَلَيه

৩/১১১৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে (তাহাজ্জুদের নামায) দুই দুই রাকআত ক'রে পড়তেন। আর রাতের শেষ ভাগে এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। ফজরের নামাযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। আর এত দ্রুত পড়তেন, যেন তাকবীর ধ্বনি তাঁর কানে পড়ছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا : {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآيَةَ الَّتِي فِي البَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا : {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وفي رواية: وَفِي الآخِرَةِ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}. رواه مسلم

৪/১১১৪। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের সুন্নত নামাযের প্রথম রাকআতে 'ক্বুলূ আমান্না বিল্লাহি অমা উনযিলা ইলাইনা' (১৩৬নং) শেষ আয়াত পর্যন্ত - যেটি সূরা বাক্বারায় আছে - পাঠ করতেন। আর তার দ্বিতীয় রাকআতে 'আমান্না বিল্লাহি অশহাদ বিআন্না মুসলিমূন' (আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত) পড়তেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয় রাকআতে আলে-ইমরানের (৬৪নং আয়াত) 'তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা অবাইনাকুম' পাঠ করতেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ }. رَوَاهُ مُسلِم

৫/১১১৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাকআত সুন্নতে সূরা 'ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، شَهْراً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

৬/১১১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এক মাস ব্যাপী লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি ফজরের আগে দু'রাকআত সুন্নত নামাযে এই দুই সূরা 'ক্বুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ১৯৮

তাহাজ্জুদের নামায পড়ুক আর না পড়ুক ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়ে ডান পার্শ্বে শোয়া মুস্তাহাব ও তার প্রতি উৎসাহ দান।

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكعَتَي الفَجْرِ ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن . رَوَاهُ البُخَارِي

১/১১১৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন, তখন ডান পার্শ্বে শুয়ে (বিশ্রাম) নিতেন। *(বুখারী)*

وَعَنْها ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَة ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَة . رَوَاهُ مُسلِم

২/১১১৮। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এশার নামায শেষ করার পর থেকে নিয়ে ফজরের নামায অবধি এগার রাকআত (তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন)। প্রত্যেক দু' রাকআতে সালাম ফিরতেন এবং এক রাকআত বিত্র পড়তেন। অতঃপর যখন মুআযযিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে চুপ হত এবং ফজর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাঁর সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর মুআযযিন (ফজরের সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য) তাঁর কাছে আসত, তখন তিনি উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাকআত নামায পড়ে নিতেন। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (জিরিয়ে) নিতেন। এইভাবে মুআযযিন নামাযের তাকবীর দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে হাযির হওয়া পর্যন্ত (শুয়ে থাকতেন)। *(মুসলিম)*

'প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরতেন।' এরূপ মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। এর মানে প্রত্যেক দু' রাকআত পর।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمذيُّ بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح))

৩/ ১১১৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়বে, তখন সে যেন তার ডান পার্শ্বে শুয়ে যায়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে, তিরমিযীর উক্তিঃ হাদীসটি হাসান সহীহ)*

পরিচ্ছেদ - ১৯৯

যোহরের সুন্নত

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا . متفقٌ عَلَيه

১/ ১১২০। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের আগে দু' রাকআত ও তার পরে দু' রাকআত সুন্নত পড়েছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

২/ ১১২১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যোহরের আগে চার রাকআত সুন্নত ত্যাগ করতেন না। *(বুখারী)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسلِم

৩/ ১২২২। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন তারপর (মসজিদে) বের হয়ে গিয়ে লোকেদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। তিনি লোকেদেরকে নিয়ে মাগরেবের নামায পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। (অনুরূপভাবে) তিনি লোকেদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর আমার ঘরে ফিরে এসে দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمذِيُّ، وَقَالَ: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/ ১১২৩। উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। *(আবূ দাউদ, তিরিমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَقَالَ : ((إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ)). رواه التِّرمذِيُّ، وَقَالَ: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

৫/ ১১২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব ﷺ হতে বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম গগনে) ঢলে যাবার পর, যোহরের ফরযের পূর্বে নবী ﷺ চার রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন। আর বলতেন, এটা এমন সময়, যখন আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে সময়েই আমার সৎকর্ম ঊর্ধ্বে উঠুক। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبلَ الظُّهْرِ ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا . رَوَاهُ التِّرمذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

৬/ ১১২৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তে সুযোগ পেতেন না, তখন তার পরে তা পড়ে নিতেন। *(তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ২০০

আসরের সুন্নতের বিবরণ

عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ . رَوَاهُ التِّرمذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

১/ ১১২৬। আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের ফরয নামাযের আগে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। তার মাঝখানে নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মু'মিনদের প্রতি সালাম পেশ করার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন। (অর্থাৎ, চার রাকআতে দু' রাকআত পর পর সালাম ফিরতেন।) *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((رَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً)). رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمذِيُّ، وَقَالَ: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ)).

২/ ১১২৭। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়ে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

২/ ১১২৮। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২০১

মাগরেবের ফরয নামাযের পূর্বে ও পরের সুন্নতের বিবরণ

এ বিষয়ে ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বিশুদ্ধ হাদীস (১১০৫, ১১২২ নম্বরে) গত হয়েছে; যাতে আছে যে, মাগরেবের পর নবী ﷺ দু' রাকআত নামায পড়তেন।

وَعَنْ عبد الله بن مُغَفَّلٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ)). قال في الثَّالِثَةِ : ((لِمَنْ شَاءَ)). رواه البُخَارِيُّ

১/১১২৯। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (দু'বার) বললেন, তোমরা মাগরেবের পূর্বে (দু' রাকআত) নামায পড়। অতঃপর তৃতীয় বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা হবে, সে পড়বে। *(বুখারী)*

* (যদিও মাগরেবের পূর্বে এটি সুন্নাতে রাতেবা নয় তবুও তিনবার এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করাতে এর গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দান তথা জোর দেওয়ায় এর মুস্তাহাব হওয়ার কথা প্রতিপন্ন হয়।)

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِندَ المَغْرِبِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

২/১১৩০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরেবের সময় থামগুলির দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতেন। (দু' রাকআত সুন্নত পড়ার উদ্দেশ্যে।) *(বুখারী)*

وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ ، فَقِيلَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . رواه مسلم

৩/১১৩১। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরেবের ফরয নামাযের আগে দু' রাকআত সুন্নত পড়তাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ ঐ দু' রাকআত পড়তেন কি? তিনি বললেন, তিনি আমাদেরকে ওই দু' রাকআত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদেরকে (তার জন্য) আদেশও করতেন না এবং তা থেকে বারণও করতেন না। *(মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . رواه مسلم

৪/১১৩২। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনাতে ছিলাম। যখন মুআয্যিন মাগরেবের আযান দিত তখন লোকেরা থামগুলির দিকে দ্রুত অগ্রসর হত এবং দু' রাকআত নামায পড়ত। এমনকি কোন বিদেশী অচেনা মানুষ মসজিদে আসলে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অধিকাংশ লোকের ঐ দু' রাকআত পড়া দেখে মনে করত যে, (মাগরেবের ফরয) নামায পড়া হয়ে গিয়েছে। (এবং তারা পরের সুন্নত পড়ছে) *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২০২

এশার আগে ও পরের সুন্নতসমূহের বিবরণ

এ বিষয়ে বিগত ইবনে উমারের (১১০৫নং) হাদীস, 'আমি নবী ﷺ-এর সাথে এশার পর দু' রাকআত সুন্নত পড়েছি' এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল কর্তৃক বর্ণিত (১১০৬নং) হাদীস, 'প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায আছে।' উল্লিখিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ - ২০৩

জুমআর সুন্নত

ইবনে উমার ﷺ-এর পূর্বোক্ত (১১০৫নং) হাদীস গত হয়েছে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে জুমআর পর দু' রাকআত সুন্নত পড়েছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبعاً)). رواه مسلم

১/১১৩৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করবে, তখন সে যেন তারপর চার রাকআত (সুন্নত) পড়ে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِه . رواه مسلم

২/১১৩৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ জুমআর পর (মসজিদ থেকে) ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন সুন্নত নামায পড়তেন না। সুতরাং নিজ বাড়িতে (এসে) দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২০৪

নফল (ও সুন্নত নামায) ঘরে পড়া উত্তম। চাহে তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ হোক কিম্বা অন্য কিছু। সুন্নত বা নফলের জন্য, যে স্থানে ফরয নামায পড়া হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করা বা ফরয ও তার মধ্যে কোন কথা দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করার নির্দেশ

عَن زَيدِ بنِ ثَابِت ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِه إِلاَّ المَكْتُوبَةَ)). متفقٌ عَلَيْه

১/১১৩৫। যায়েদ ইবনে সাবেত ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়। কারণ, ফরয নামায ব্যতীত পুরুষের উত্তম নামায হল, যা সে নিজ বাড়িতে পড়ে থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً)). متفقٌ عَلَيْه

২/ ১১৩৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের কিছু নামায তোমাদের বাড়িতে পড় এবং সে (ঘর-বাড়ি)গুলিকে কবরে পরিণত করো না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِه ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِه خَيْراً)). رواه مسلم

৩/ ১১৩৭। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় নামায মসজিদে আদায় করে নেবে, সে যেন তার কিছু নামায নিজ বাড়ির জন্যও নির্ধারিত করে। কেননা, তার নিজ ঘরে আদায়কৃত (সুন্নত) নামাযে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ ও বর্কত প্রদান করেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ عَطَاءٍ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ، قُمْتُ فِي مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَن لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ . رواه مسلم

৪/ ১১৩৮। উমার ইবনে আত্বা হতে বর্ণিত, নাফে' ইবনে জুবাইর তাঁকে নামেরের ভাগ্নে সায়েবের নিকট এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে পাঠালেন, যা মুআবিয়া ﷺ তাঁকে নামাযের ব্যাপারে করতে দেখেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর (মুআবিয়া)র সাথে মাকসূরায় (মসজিদের মধ্যে বাদশাদের জন্য তৈরী বিশেষ নিরাপদস্থান) জুমআর নামায পড়েছি। অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফিরলেন, তখন আমি যেখানে ফরয নামায পড়ছিলাম সেখানেই উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং (সুন্নত) নামায পড়লাম। তারপর যখন মুআবিয়া ﷺ বাড়ি প্রবেশ করলেন, তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি যা করলে তা আগামীতে আর কখনো করো না। যখন তুমি জুমআর (ফরয) নামায পড়বে, তখন তার সাথে মিলিয়ে অন্য নামায পড়ো না; যতক্ষণ না তুমি কারো সাথে কথা বল অথবা সেখান থেকে অন্যত্র সরে যাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আদেশ আমাদেরকে করেছেন যে, আমরা যেন এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে না মিলাই, যতক্ষণ না কোন লোকের সাথে কথা বলে নিই, কিম্বা সেখান হতে অন্যত্র সরে যাই। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২০৫

বিত্‌রের প্রতি উৎসাহ দান, তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং তা পড়ার সময়

عَن عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

১/ ১১৩৯। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্‌রের নামায, ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয়। কিন্তু নবী ﷺ এটিকে প্রচলিত করেছেন (অর্থাৎ, এটি সুন্নত)। যেহেতু আল্লাহ বিত্‌র (বিজোড়) সেহেতু তিনি বিত্‌র (বিজোড়কে) ভালবাসেন। অতএব হে কুরআনের ধারকবাহকগণ! তোমরা বিত্‌র পড়। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১১৪০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের প্রতিটি ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র পড়েছেন। রাতের প্রথম ভাগে, এর মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে। তাঁর বিত্‌রের শেষ সময় ছিল ভোরবেলা পর্যন্ত। *(বুখারী, মুসলিম)*

(অর্থাৎ এর প্রথম সময় এশার পর পরই শুরু হয় আর শেষ সময় ফজর উদয়কাল অবধি অবশিষ্ট থাকে। এর মধ্যে যে কোন সময় ১,৩,৫,৭, প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যায় বিত্‌র পড়া বিধেয়।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১১৪১। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রাতের শেষ নামায বিত্‌র কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)). رواه مسلم

৪/ ১১৪২। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ফজর হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিত্‌র পড়ে ফেল। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرتْ . رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، قَالَ : ((قُومِي فَأَوتِرِي يَا عَائِشَة)).

৫/ ১১৪৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ রাতে তাঁর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন। আর তিনি (আয়েশা) তাঁর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতেন। অতঃপর যখন (সব নামায পড়ে) বিত্‌র বাকি থাকত, তখন তাঁকে তিনি জাগাতেন এবং তিনি (আয়েশা) বিত্‌র পড়তেন। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এর অপর বর্ণনায় আছে, যখন বিত্‌র অবশিষ্ট থাকত, তখন তিনি বলতেন, আয়েশা! উঠ, বিত্‌র পড়ে নাও।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ)). رواه أَبو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৬/ ১১৪৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ফজর হওয়ার আগে ভাগেই বিত্‌র পড়ে নাও। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ)). رواه مسلم

৭/ ১১৪৫। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে সে যেন শুরু রাতেই বিত্‌র পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে (ইবাদত) করার লালসা রাখে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিত্‌র সমাধা করে। কারণ, রাতের শেষ ভাগের নামাযে ফিরিশ্তারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমল। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২০৬

চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত

এর নূন্যতম অধিকতম ও মধ্যম রাকআত সংখ্যার উল্লেখ তথা অব্যাহতভাবে এটি পড়ার প্রতি উৎসাহ দান

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১১৪৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে এই তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন; (১) প্রতি মাসে তিনটি (১৩, ১৪, ১৫ তারীখে) রোযা রাখার। (২) চাশ্‌তের দু' রাকআত (সুন্নত) পড়ার। (৩) এবং ঘুমাবার আগে বিত্‌র পড়ে নেওয়ার। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ঘুমাবার আগে বিত্‌র পড়ে নেওয়ার হুকুম সেই ব্যক্তির জন্য, যে রাতের শেষে উঠতে পারবে বলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। নচেৎ রাতের শেষভাগে বিত্‌র পড়াই বেশী উত্তম।

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)). رواه مسلم

২/ ১১৪৭। আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ এমন অবস্থায় সকালে উঠে যে, তার (দেহের) প্রতিটি জোড়ের সাদকা দেওয়ার জন্য সে দায়বদ্ধ হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদকাস্বরূপ, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সাদকাস্বরূপ এবং মন্দকাজে বাধা দেওয়া সাদকাস্বরূপ। আর এ সমস্ত কিছুর পরিবর্তে দু' রাকআত (চাশ্‌তের) নামায পড়লে তা যথেষ্ট হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ . رواه مسلم

৩।১১৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশ্‌তের চার রাকআত নামায পড়তেন এবং আল্লাহ যতটা চাইতেন সেই মত তিনি আরো বেশী পড়তেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ هَانِىءٍ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحىً. متفقٌ عَلَيْهِ . وهذا مختصرُ لفظ إحدى روايات مسلم

৪/১১৪৯। উম্মে হানী ফাখেতাহ বিন্তে আবু তালেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মক্কা বিজয়ের বছরে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি গোসল করছেন। যখন তিনি গোসল সম্পন্ন করলেন, তখন আট রাকআত নামায পড়লেন। আর তখন ছিল চাশ্‌তের সময়। *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি মুসলিমের একটি বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার)*

পরিচ্ছেদ - ২০৭

সূর্য উঁচুতে ওঠার পর থেকে ঢলা পর্যন্ত চাশ্‌তের নামায পড়া বিধেয়। উত্তম হল দিন উত্তপ্ত হলে এবং সূর্য আরো উঁচুতে উঠলে এ নামায পড়া

عَن زَيدِ بنِ أَرْقَم ﷺ : أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ)). رواه مسلم

১/১১৫০। যায়দ বিন আরক্বাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি দেখলেন, একদল লোক চাশ্‌তের নামায পড়ছে। তিনি বললেন, যদি ওরা জানত যে, নামায এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে পড়া উত্তম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আওয়াবীন (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)দের নামায যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।" *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২০৮

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

(মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকআত নফল নামায পড়া) এর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। মসজিদে ঢুকে ঐ নফল পড়ার আগে বসা মকরূহ। যে কোন সময়েই প্রবেশ করা হোক না কেন তা পড়া চলে। উপরন্তু তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়তে দু' রাকআত পড়লে অথবা ফরয বা সুন্নতে রাতেবা পড়লে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আর আলাদা ভাবে পড়তে হবে না।)

عَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৫১। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু' রাকআত নামায না পড়া অবধি না বসে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جابرٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ : ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৫২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, দু' রাকআত নামায পড়। *(বুখারী, মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২০৯

ওযূর পর তাহিয়্যাতুল ওযূর দু' রাকআত নামায পড়া উত্তম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ : ((يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ)) قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري

১/১১৫৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ﷺ-কে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। বিলাল ﷺ বললেন, আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়ি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি বুখারীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২১০

জুমআর দিনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

জুমআর জন্য গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, এ দিনে দুআ করা, নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া ও এ দিনের কোন এক সময়ে দুআ কবুল হওয়ার বিবরণ এবং জুমআর পর বেশী বেশী মহান আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)). رواه مسلم

১/১১৫৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বেহেশ্ত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।" *(মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى، فَقَدْ لَغَا)). رواه مسلم

২/১১৫৫। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করে জুমআর নামায পড়তে আসবে এবং নীরবে মনোযোগসহকারে (খুতবা) শুনবে, তার সেই জুমআহ হতে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময় তথা আরো তিন দিনের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করবে, সে বাজে কাজ করবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

৩/১১৫৬। উক্ত রাবী ﷺ হতে আরো বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ হতে পরের জুমআহ পর্যন্ত, এক রামযান হতে অন্য রমযান পর্যন্ত (কৃত নামায-রোযা) সেগুলির মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত (মোচনকারী) হয় (এই শর্তে যে,) যখন মহাপাপ থেকে বিরত থাকা যাবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْه ، وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/১১৫৭। আবূ হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কাঠের মিম্বরের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছেন যে, লোকেরা যেন জুমআহ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১১৫৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমআতে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন গোসল করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدْرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১১৫৯। আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সাবালকের উপর জুমআর দিনের গোসল ওয়াজেব। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এখানে ওয়াজেবের অর্থ এখতিয়ারী ওয়াজেব (মুস্তাহাব) ধরা হয়েছে। যেমন কেউ তার সাথীকে বলে, আমার উপর তোমার অধিকার ওয়াজেব। (অর্থাৎ, অবশ্য পালনীয়।) এর মানে প্রকৃত ওয়াজেব নয়; যা ত্যাগ করলে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে হয়। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ)) رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৭/১১৬০। সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে ওযূ করল তাহলে তা যথেষ্ট ও উত্তম। আর যে গোসল করল, (তার) গোসল হল সর্বোত্তম। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ سَلمَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِه ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِه ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)). رواه البخاري

৮/১১৬১। সালমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল ও সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, নিজস্ব তেল গায়ে লাগায় অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি (আতর) ব্যবহার করে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়ে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করেই (যেখানে স্থান পায়, বসে যায়) এবং তার ভাগ্যে যত রাকআত নামায জোটে, আদায় করে। তারপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে নীরব থাকে, সে ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত কৃত সমুদয় (সাগীরা) গুনাহরাশিকে মাফ করে দেওয়া হয়। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ، حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

৯/ ১১৬২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকির গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং (সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে) প্রথম অক্তে মসজিদে এল, সে যেন একটি উঁট দান করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি গাভী দান করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা দান করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে এল, সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে এল, সে যেন একটি ডিম দান করল। তারপর ইমাম যখন খুত্‌বাহ প্রদানের জন্য বের হন, তখন (লেখক) ফিরিশ্তাগণ যিক্‌র শোনার জন্যে হাজির হয়ে যান। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَقَالَ : ((فِيهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) وَأَشَارَ بِيَدِه يُقَلِّلُهَا. متفقٌ عَلَيْهِ

১০/ ১১৬৩। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জুমআর দিন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বললেন, ওতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ঐ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান করে থাকেন। এ কথা বলে তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ)).

رواه مسلم

১১/ ১১৬৪। আবূ বুর্দাহ ইবনে আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বললেন, আপনি কি জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে আপনার পিতাকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই মুহূর্তটুকু ইমামের মেম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতরে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১২/১১৬৫। আওস ইবনে আওস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম একটি দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পাঠ করা দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ২১১

শুক্‌রের সিজদার বিবরণ

দৃশ্যতঃ কোন মঙ্গল লাভ হলে বা বাহ্যতঃ কোন বিপদ-আপদ কেটে গেলে সাজদায়ে শুক্‌র (কৃতজ্ঞতামূলক সাজদাহ) করা মুস্তাহাব।

১/১১৬৬। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল, আহাদীস যয়ীফাহ ৩২২৯নং)

(অবশ্য শুক্‌রের সিজদা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী ﷺ-কে কোন সুসংবাদ দেওয়া হলে তিনি সিজদা করতেন।) *(ইবনে মাজাহ ১১৪১নং)*

পরিচ্ছেদ - ২১২

রাতে উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً } [الإسراء : ٧٩]

অর্থাৎ, রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম কর; এটা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৭৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [السجدة : ١٦]

অর্থাৎ, তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। *(সূরা সাজদাহ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, { كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } [الذاريات : ١٧]

অর্থাৎ, তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। *(সূরা যারিয়াত ১৭ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : ((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟)) متفقٌ عَلَيْهِ . وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُعبة نَحْوهُ متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৬৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রির একাংশে (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার উপক্রম হয়ে পড়ত। একদা আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি কি শুকরগুযার বান্দাহ হব না? *(বুখারী ও মুসলিম)*

১১৬৮। মুগীরা ইবনে শু'বা হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً ، فَقَالَ : ((أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟)) متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৬৯। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর ও ফাতেমার নিকট রাত্রি বেলায় আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না? *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ، عَن أَبِيه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ)). قَالَ سالِم : فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إِلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১১৭০। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার কতই না ভাল মানুষ হত, যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ত। সালেম বলেন, তারপর থেকে (আমার পিতা) আব্দুল্লাহ রাতে অল্পক্ষণই ঘুমাতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا عَبدَ اللهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১১৭১। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না। সে রাতে উঠে নামায পড়ত, তারপর রাতে উঠা ছেড়ে দিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، قَالَ : ((ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ - أَوْ قَالَ : فِي أُذُنِه)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১১৭২। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন একটি লোকের কথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হল, যে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করে। তিনি বললেন, এ এমন এক মানুষ, যার দু' কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে। অথবা বললেন, যার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن اسْتَيقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১১৭৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় তখন) তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও। অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে, তবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তিভরা ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৭/ ১১৭৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও এবং **লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়**। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

৮/ ১১৭৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের **(তাহাজ্জুদের)** নামায। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). متفقٌ عَلَيْه

৯/ ১১৭৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, রাতের নামায দু' দু' রাকআত করে। অতঃপর যখন ফজর হওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাকআত বিত্‌র পড়ে নেবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَة .متفقٌ عَلَيْه

১০/ ১১৭৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় দু' দু' রাকআত ক'রে নামায পড়তেন এবং এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئاً ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّياً إِلاَّ رَأَيْتَهُ ، وَلاَ نَائِماً إِلاَّ رَأَيْتَهُ . رواه البخاري

১১/ ১১৭৮। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন কোন মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে রোযা ত্যাগ করতেন যে, মনে হত তিনি ﷺ উক্ত মাসে আর রোযাই রাখবেন না। অনুরূপভাবে কোন মাসে এমনভাবে (একাদিক্রমে) রোযা রাখতেন যে, মনে হত তিনি ঐ মাসে আর রোযা ত্যাগই করবেন না। (তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে,) যদি তুমি তাঁকে রাত্রিতে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে না চাইতে তবু বাস্তবে তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে। আর তুমি যদি চাইতে যে, তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখবে না, কিন্তু বাস্তবে তুমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেতে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ــ تَعْنِي فِي اللَّيلِ ــ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي للصَلاَةِ. رواه البخاري

১২/১১৭৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাকআত নামায পড়তেন, অর্থাৎ, রাতে। তিনি মাথা তোলার পূর্বে এত দীর্ঘ সাজদাহ করতেন যে, ততক্ষণে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারবে। আর ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নত নামায পড়ে ডান পার্শ্বে শুয়ে আরাম করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট নামাযের ঘোষণাকারী এসে হাযির হত। *(বুখারী)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ - فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ - عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةَ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

১৩/১১৮০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ও অন্যান্য মাসে (তাহাজ্জুদ তথা তারাবীহ) ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্নই করো না। তারপর (আবার) চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রশ্নই করো না। অতঃপর তিন রাকআত (বিত্‌র) পড়তেন। (একদা তিনি বিত্‌র পড়ার আগেই শুয়ে গেলেন।) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিত্‌র পড়ার পূর্বেই ঘুমাবেন? তিনি বললেন, আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জেগে থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي . متفقٌ عَلَيْهِ

১৪/১১৮১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ রাতের প্রথম দিকে ঘুমাতেন ও শেষের দিকে উঠে নামায পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করতেন নচেৎ এর ব্যতিক্রমও করতেন।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ ! قِيلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجلِسَ وَأَدَعَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

১৫/১১৮২। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি একটা মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ফেললাম। ইবনে মাসঊদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সে ইচ্ছাটা কি করে ছিলেন? তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ المِئَةِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَقُلتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يَقرَأُ مُتَرَسِّلاً : إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ)) فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ : ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)) ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)) فَكَانَ سجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

১৬/ ১১৮৩। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ আরম্ভ করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকু করবেন। (কিন্তু) তিনি তারপরও কিরাআত চালু রাখলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি এরই দ্বারা (সূরা শেষ করে) রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ পড়লেন। তিনি স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে তেলাঅত করতেন। যখন এমন আয়াত আসত, যাতে তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ আছে, তখন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (অতঃপর) তিনি ﷺ রুকু করলেন। সুতরাং তিনি রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর রুকু ও কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা) এক সমান ছিল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ' (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনলেন, যে তা তাঁর জন্য করল। হে আমাদের পালনকর্তা তোমার সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন। অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ (কওমায়) দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুর কাছাকাছি সময় জুড়ে। তারপর সাজদাহ করলেন এবং তাতে তিনি পড়লেন, 'সুবহানাল্লা রাব্বিয়াল আ'লা' (অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। আর তাঁর সাজদা দীর্ঘ ছিল তার কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা)র কাছাকাছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طُوْلُ القُنُوْتِ)). رواه مسلم

১৭/ ১১৮৪। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বোত্তম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, দীর্ঘ কিয়ামযুক্ত নামায। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوماً وَيُفْطِرُ يَوْماً)). متفقٌ عَلَيْهِ

১৮/ ১১৮৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ-স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায, দাউদ ﷺ-এর নামায এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা, দাউদ ﷺ-এর রোযা; তিনি অর্ধরাতে নিদ্রা যেতেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে ইবাদত করার জন্য উঠতেন। অতঃপর রাতের ষষ্ঠাংশে আবার নিদ্রা যেতেন। (অনুরূপভাবে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ত্যাগ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ)). رواه مسلم

১৯/১১৮৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রাত্রিকালে এমন একটি সময় আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি তা পেয়েই দুনিয়া ও আখেরাত বিষয়ক যে কোন উত্তম জিনিস প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে তা দিয়ে থাকেন। ঐ সময়টি প্রত্যেক রাতে থাকে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)). رواه مسلم

২০/১১৮৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়ার জন্য উঠবে, সে যেন হাল্কাভাবে দু' রাকআত পড়ার মাধ্যমে নামায শুরু করে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رواه مسلم

২১/১১৮৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) জন্য উঠতেন, তখন দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِن اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم

২২/১১৮৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দৈহিক ব্যথা-বেদনা বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায ছুটে যেত, তাহলে তিনি দিনের বেলায় ১২ রাকআত নামায পড়তেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

২৩/১১৯০। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় অযীফা (দৈনিক যথা নিয়মে তাহাজ্জুদের নামায) অথবা তার কিছু অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর যদি সে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য তা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই পড়েছে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২৪/১১৯১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। অনুরূপ আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখে পানির ছিটা মারে। *(আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا - أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ)). رواه أَبو داود بإسناد صحيح

২৫/ ১১৯২। উক্ত রাবী ﷺ ও আবূ সাঈদ ﷺ উভয় হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাতে জাগিয়ে উভয়ে নামায পড়ে অথবা তাদের প্রত্যেকে দু' রাকআত ক'রে নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে (অতীব) যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীদের দলে লিপিবদ্ধ করা হয়। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ)). متفقٌ عَلَيْه

২৬/ ১১৯৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভিভূত হবে তখন সে যেন নিদ্রা যায়, যতক্ষণ না তার নিদ্রার চাপ দূর হয়ে যায়। কারণ, যখন কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নামায পড়বে, তখন সে খুব সম্ভবতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে লাগবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنَ عَلَى لِسَانِه ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ ، فَلْيَضْطَجِع)). رواه مسلم

২৭/ ১১৯৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠবে ও (ঘুমের চাপের কারণে) জিহ্বায় কুরআন পড়তে এমন অসুবিধা বোধ করবে যে, সে কি বলছে তা বুঝতে পারবে না, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২১৩

কিয়ামে রমযান বা তারাবীহর নামায মুস্তাহাব

عن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১১৯৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُوْل : ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). رواه مسلم

২/ ১১৯৬। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামে রমযান

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(তারাবীহ) সম্পর্কে দৃঢ় আদেশ (ওয়াজেব) না করেই, তার প্রতি উৎসাহ দান করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম (তারাবীহ আদায়) করবে, তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২১৪

শবেক্বদরের ফযীলত এবং সর্বাধিক সম্ভাবনাময় রাত্রি প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {١} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {٢} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {٣} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {٤} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {٥}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)। আর মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জান? মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফেরেশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। *(সূরা ক্বাদ্‌র)*

তিনি আরো বলেছেন,

حم {١} وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ {٢} إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ {٣} فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ {٤} أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ {٥} رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {٦}

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা দুখান ৩ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). متفقٌ عَلَيْه

১/১১৯৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শবেক্বদরে (ভাগ্যরজনী অথবা মহিয়সী রজনীতে) ঈমানসহ নেকীর আশায় কিয়াম করে (নামায পড়ে) তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)). متفقٌ عَلَيْه

২/১১৯৮। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবাকে স্বপ্নযোগে (রমযান মাসের) শেষ সাত রাতের মধ্যে শবেক্বদর দেখানো হল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমি দেখছি যে, শেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্নগুলি পরস্পরের মুতাবিক।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং যে ব্যক্তি শবেক্বদর অনুসন্ধানী হবে, সে যেন শেষ সাত রাতে তা অনুসন্ধান করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويَقُوْل : ((تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيْه

৩/ ১১৯৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতেন এবং বলতেন, তোমরা রমযানের শেষ দশকে শবেক্বদর অনুসন্ধান কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعنها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)). رواه البخاري

৪/ ১২০০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় (রাত) গুলিতে শবেক্বদর অনুসন্ধান কর। *(বুখারী)*

وَعَنْهَا ، رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ. متفقٌ عَلَيْه

৫/ ১২০১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক প্রবেশ করত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নিজে জাগতেন, নিজ পরিজনদেরকেও জাগাতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং কোমরে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ . رواه مسلم

৬/ ১২০২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ (আল্লাহর ইবাদতের জন্য) যত পরিশ্রম করতেন, অন্য কোন মাসে তেমন পরিশ্রম করতেন না। (অনুরূপভাবে) রমযানের শেষ দশকে যত মেহনত করতেন অন্য দিনগুলিতে তত মেহনত করতেন না। *(মুসলিম, প্রথমাংশ মুসলিম শরীফে নেই। হয়তো বা অন্য কপিতে আছে।)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيهَا ؟ قَالَ : ((قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّي)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৭/ ১২০৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) **শবেক্বদর** জেনে নিই, তাহলে তাতে কোন্ (দুআ) পড়ব? তিনি বললেন, এই দুআ, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিবুল্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালবাস। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২১৫

দাঁতন করার মাহাত্ম্য ও প্রকৃতিগত আচরণসমূহ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ)). متفقٌ عَلَيْه

১/১২০৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর বা লোকেদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে **দাঁতন করার** আদেশ দিতাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِن النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . متفقٌ عَلَيْه

২/১২০৫। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি **দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে নিতেন।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوضَّأُ وَيُصَلِّي . رواه مسلم

৩।১২০৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দাঁতন ও ওযূর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর আল্লাহর যখন রাতে তাঁকে জাগাবার ইচ্ছা হত, তখন তিনি জেগে উঠতেন। সুতরাং **দাঁতন করতেন** এবং ওযূ করে নামায পড়তেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ)). رواه البخاري

৪/১২০৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদেরকে **দাঁতন করার** জন্য বেশি তাকীদ করেছি। *(বুখারী)*

وَعَن شُرَيحِ بنِ هَانِىءٍ ، قَالَ : قُلتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ . رواه مسلم

৫/১২০৮। শুরাইহ ইবনে হানি ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ নিজ বাড়িতে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, **দাঁতন করতেন।** *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ . متفقٌ عَلَيْه ، وهذا لفظ مسلمٍ

৬/১২০৯। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন **দাঁতনের** একটি দিক তাঁর জিভের উপর রাখা ছিল। *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি মুসলিমের)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ)). رواه النسائي وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحِه بأسانيدَ صحيحةٍ.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭/ ১২ ১০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দাঁতন মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপকরণ। *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা তার সহীহ নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে উল্লেখ করেছেন।)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৮। ১২ ১১। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ**, (১) খাত্না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়া। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ)). قَالَ الرَّاوِي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ . قَالَ وَكِيعٌ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ : يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ . رواه مسلم

৯/ ১২ ১২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দশটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ**; (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা। বর্ণনাকারী বলেন, ১০নং আচরণটি ভুলে গেছি, তবে মনে হয় তা কুল্লি করা হবে। বর্ণনাকারী অকী' বলেন, 'ইন্তিকাসুল মা' মানে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। *(মুসলিম)*

দাড়ি বাড়ানো মানেঃ তার কিছুই না কাটা। আঙ্গুলের জোড় মানেঃ আঙ্গুলের গাঁট।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)). متفقٌ عَلَيْهِ

১০/ ১২ ১৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর। *(বুখারী, মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২ ১৬

যাকাতের অপরিহার্যতা এবং তার ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة : ٤٣]

অর্থাৎ, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় কর। *(বাক্বারাহ ৪৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ } [البينة :٥]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(বাইয়েনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন,

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [التوبة : ١٠٣]

অর্থাৎ, তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দেবে। *(সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১২ ১৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীনে ইসলাম স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) **যাকাত আদায় করা**। (৪) বায়তুল্লাহর (কা'বা গৃহে)র হজ্জ করা। এবং (৫) রমযানের রোযা পালন করা। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن طَلْحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِه، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ)) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ)) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : ((لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ)) قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : ((لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ)) فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১২ ১৫। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাজ্‌দ (রিয়ায এলাকার) অধিবাসীদের একজন আলুলায়িত কেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভন্‌ভন্‌ শব্দ শুনছিলাম আর তার কথাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং (তখন বুঝলাম,) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ইসলাম হল,) দিবা-রাত্রিতে পাঁচ অক্তের নামায (প্রতিষ্ঠা করা)। সে বলল তা ছাড়া আমার উপর অন্য নামায আছে কি? তিনি বললেন না, কিন্তু যা কিছু তুমি নফল হিসাবে পড়বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, এবং রমযান মাসের রোযা। লোকটি বলল, তা ছাড়া আমার উপর অন্য রোযা আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে **যাকাতের কথা বললেন**। সে বলল, তাছাড়া আমার উপর অন্য দান আছে কি? তিনি বললেন না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে। তারপর লোকটি পিঠ ফিরিয়ে এ কথা বলতে বলতে যেতে লাগল, 'আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কসম! আমি এর চাইতে বেশী কিছু করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে পরিত্রাণ পেয়ে গেল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعاذاً ﷺ إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ، افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১২ ১৬। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মুআয ﷺ-কে ইয়ামান পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্যে) বললেন, তাদের (ইয়ামানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম) এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর রাতদিনে পাঁচ অক্তের নামায ফরয করেছেন। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, **আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন**; যা তাদের মধ্যে যারা (নিসাব পরিমাণ) মালের অধিকারী তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের মাঝে তা বন্টন করে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১২ ১৭। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) **যাকাত আদায় করবে**। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত করে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ . وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ ﷺ : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ . متفقٌ عَلَيْهِ .

৫/ ১২ ১৮। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তেকাল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করলেন এবং আবূ বাকার ﷺ খলীফা নিযুক্ত হলেন। আর আরববাসীদের মধ্যে যার কাফের (মুর্তাদ্দ) হবার ছিল সে কাফের (মুর্তাদ্দ) হয়ে গেল, (এবং যারা সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগ করেনি; বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করছে মাত্র, তাদের বিরুদ্ধে আবূ বাক্‌র ﷺ সশস্ত্র সংগ্রামের সংকল্প প্রকাশ করলেন) তখন উমার ﷺ বললেন, ঐ (যাকাত দিতে নারাজ) লোকদের বিরুদ্ধে কেমন করে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, "লোকেরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি তা বলবে সে ইসলামী অধিকার (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তার জান-মাল আমার নিকট থেকে নিরাপদ করে নিবে। আর তার (অন্তরের গভীরে কুফ্‌রী বা পাপ লুকানো থাকলে) হিসাব আল্লাহর যিম্মায়"? আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব। কারণ, যাকাত মালের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যে রশি আদায় করত তা যদি আমাকে না দেয়, তাহলে তা না দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই। উমার ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! অচিরেই আমি দেখলাম যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আবূ বাক্‌র ﷺ-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ، قَالَ : ((تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬/ ১২ ১৯। আবূ আইয়ূব ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-কে বলল, আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الجَنَّةَ . قَالَ : ((تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)) قَالَ : وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৭/ ১২২০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন এক আমলের কথা বলে দিন, যার উপর আমল করলে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, **ফরয যাকাত আদায় করবে** ও রমযানের রোযা পালন করবে। সে বলল, সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে, আমি এর চেয়ে বেশী করব না। তারপর যখন সে লোকটা পিঠ ফিরে চলতে লাগল, তখন নবী ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের কোন লোক দেখতে আগ্রহী, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

৮/ ১২২১। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর হাতে নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার ও প্রতিটি মুসলমানের মঙ্গল কামনা করার বায়আত করেছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلاَ فِضَّةٍ ، لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : ((وَلاَ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَومَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ ؟ قَالَ : ((وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ ، وَلاَ عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالخَيْلُ ؟ قَالَ : ((الخَيلُ ثَلاَثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ . فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا ، وَلاَ رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ ، أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ : ((مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ })). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

৯/ ১২২২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর উটের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক উটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না -আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার উট সকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উটদল তাদের খুর দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে, তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা জাহান্নামের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে?' তিনি বললেন, "ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কি হবে?' তিনি বললেন, "গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি,

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ }

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত) (বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং, নাসাঈ, হাদীসের শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের।)*

পরিচ্ছেদ - ২১৭

রমযানের রোযা ফরয, তার ফযীলত ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١٨٣-١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৩- ১৮৫ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَام ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي به ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ رواية البُخَارِي.

وفي رواية لَهُ : ((يَتْرُكُ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

وفي رواية لمسلم : ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمئَة ضعْف . قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ)).

১/১২২৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকর্ম তার জন্যই; কিন্তু **রোযা স্বতন্ত্র**, তা আমারই জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব।' **রোযা ঢালস্বরূপ** অতএব তোমাদের কেউ যেন রোযার দিনে অশ্লীল না বলে এবং হৈ-গট্টগোল না করে। আর যদি কেউ তাকে গালি-গালাজ করে অথবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।' সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, নিঃসন্দেহে **রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ** আল্লাহর কাছে মৃগনাভীর সুগন্ধ অপেক্ষা বেশী উৎকৃষ্ট। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মূহূর্ত রয়েছে, তখন সে আনন্দিত হয়। (১) যখন সে ইফতার করে (ইফতারের জন্য সে আনন্দিত হয়)। আর (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, স্বীয় রোযার জন্য সে আনন্দিত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম, এই শব্দগুলি বুখারীর)*

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, সে (রোযাদার) পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে একমাত্র আমারই জন্য। **রোযা আমার জন্যই**। আর আমি নিজে তার পুরস্কার দেব। আর প্রত্যেক নেকী দশগুণ বর্ধিত হয়।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকর্ম কয়েকগুণ বর্ধিত করা হয়। একটি নেকী দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু রোযা ছাড়া। কেননা, তা **আমার উদ্দেশ্যে (পালিত) হয়**। আর আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। সে পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি আমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) উদ্দেশ্যেই বর্জন করে।' রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে। একটি আনন্দ হল ইফতারের সময়, আর অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকালে। আর নিশ্চয় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভীর সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট।

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّة ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ)). قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرورةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبوَابِ كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১২২৪। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দাহ! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)। সুতরাং যে নামাযীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। **যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে, তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে।** আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে। এ সব শুনে আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর আশা করি তুমি তাদের দলভুক্ত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحدٌ غَيْرُهُمْ ، يقال : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১২২৫। সাহল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি দরজা আছে যার নাম হল 'রাইয়ান'; সেখান দিয়ে **কেবল রোযাদারগণই** কিয়ামতের দিনে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা দন্ডায়মান হবে। (ঐ দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর সেখান দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১২২৬। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ, জিহাদকালীন বা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দূরে রাখবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১২২৭। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় **রমযানের রোযা** পালন করে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِحَتْ أَبْوَاب الجَنَّة ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَت الشَّيَاطِينُ)). متفقٌ عَلَيْه

৬/ ১২২৮। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِه، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ)). متفقٌ عَلَيْه ، وهذا لفظ البخاري .

وفي رواية لمسلم : ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً)) .

৬/ ১২২৯। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি (কালক্রমে) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় (এবং চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায়), তাহলে শা'বান (মাসের) গুনতি ত্রিশ পূর্ণ করে নাও। *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দাবলী বুখারীর)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন রোযা রাখ।

পরিচ্ছেদ - ২১৮

মাহে রমযানে অধিকাধিক সৎকর্ম ও দান খয়রাত করা তথা এর শেষ দশকে আরো বেশী সৎকর্ম করা প্রসঙ্গে

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَة. متفقٌ عَلَيْه

১/ ১২৩০। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন জিব্রাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্ত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَشَدَّ المِئْزَرَ . متفقٌ عَلَيْه

২/ ১২৩১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রমযানের) শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ স্বয়ং রাতে জাগতেন এবং পরিবার-পরিজনদেরকেও জাগাতেন। আর (ইবাদতের জন্য) কোমর বেঁধে নিতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২১৯

অর্ধ শা'বানের পর রমযানের এক-দু'দিন আগে থেকে রোযা রাখা নিষেধ। তবে সেই ব্যক্তির জন্য অনুমতি রয়েছে যার রোযা পূর্বের রোযার সাথে মিলিত হয়ে অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ঐ দিনে পড়ে

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১২৩২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যেন রমযান মাসের এক বা দু'দিন আগে (শা'বানের শেষে) রোযা পালন শুরু না করে। অবশ্য সেই ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে যে ঐ দিনে রোযা রাখতে অভ্যস্ত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْماً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسنٌ صحيح))

২/ ১২৩৩। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। আর যদি তার সামনে কোন মেঘ আড়াল করে, তবে (মাসের) ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৩/ ১২৩৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন শা'বান মাসের অর্ধেক বাকী থাকবে, তখন তোমরা রোযা রাখবে না। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي اليَقظَانِ عَمَّارِ بن يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৪/ ১২৩৫। আবূ ইয়াক্বাযান আম্মার ইবনে ইয়াসির ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখল, সে অবশ্যই আবুল কাসেম ﷺ-এর নাফরমানী করল। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

পরিচ্ছেদ - ২২০

নতুন চাঁদ দেখলে যা বলতে হয়

عَن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الهِلاَلَ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১২৩৬। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এই দুআ পড়তেন,

"আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ, (হিলালু রুশ্‌দিন অখায়র)।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। (হেদায়াত ও কল্যাণময় চাঁদ!) *(তিরমিযী-হাসান, কিন্তু বন্ধনী-ঘেরা শব্দগুলি তিরমিযীতে নেই।)*

পরিচ্ছেদ - ২২১

সেহরী খাওয়ার ফযীলত। যদি ফজর উদয়ের আশংকা না থাকে, তাহলে তা বিলম্ব করে খাওয়া উত্তম

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১২৩৭। আনাস ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমরা সেহরী খাও। কেননা, সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قِيلَ : كَمْ كَانَ بَينَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيةً . متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১২৩৮। যায়েদ ইবনে সাবেত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সেহরী খেয়েছি, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়েছি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ওই দুয়ের (নামায ও সেহরীর) মাঝখানে ব্যবধান কতক্ষণ ছিল? তিনি বললেন (প্রায়) পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১২৩৯। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন মুআয্যিন ছিলেন; বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতূম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিলাল যখন রাতে আযান দিবে, তখন তোমরা পানাহার (সেহরী ভক্ষণ) কর; যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দিবে। (ইবনে উমার) বলেন, আর তাঁদের উভয়ের আযানের মাঝে এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, উনি নামতেন, আর ইনি চড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

** ((উলামাগণ বলেন, 'ইনি নামতেন এবং উনি চড়তেন'-এর অর্থ হল, বিলাল ﷺ ফজরের পূর্বে (সেহরীর) আযান দিতেন, অতঃপর দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে অপেক্ষা করে ফজর উদয় হওয়া লক্ষ্য করতেন। সুতরাং তিনি ফজর উদয় নিকটবর্তী লক্ষ্য করলে তিনি নেমে (অন্ধ সাহাবী) ইবনে উম্মে মাকতূমকে খবর দিতেন। তিনি ওযূ ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিতেন। অতঃপর (নির্দিষ্ট উঁচু জায়গায়) চড়ে আযান দিতে শুরু করতেন।))*

وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَكْلَةُ السَّحَرِ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/১২৪০। আম্‌র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের রোযা ও কিতাবধারীদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহরী খাওয়া। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২২২

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দেরী না করে ইফতার করার ফযীলত, কোন্ খাদ্য দ্বারা ইফতার করবে ও তার পরের দুআ

عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ)). متفقٌ عَلَيْه

১/১২৪১। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبي عطيَّةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائشَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق : رَجُلاَن مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ ، كلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ - يعني : ابن مسعود - فَقَالَتْ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ . رواه مسلم

২/১২৪২। আবূ আত্বিয়্যাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট উপস্থিত হলাম। মাসরূক তাঁকে বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরদের মধ্যে দু'জন সহচর কল্যাণের ব্যাপারে আদৌ ত্রুটি করেন না। তাঁদের একজন মাগরিব ও ইফতার সত্বর সম্পাদন করেন এবং অপরজন মাগরিব ও ইফতার দেরীতে সম্পাদন করেন। এ কথা শুনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন, কে মাগরিব ও ইফতার সত্বর করেন? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপই করতেন। *(মুসলিম)*

৩/১২৪৩। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ তিরমিযী)

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). متفقٌ عَلَيْه

৪/১২৪৪। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে আগমন করবে এবং দিন এ (পশ্চিম) দিক থেকে প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبي إِبرَاهِيمَ عَبد اللهِ بنِ أَبي أَوفَى رَضيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ : ((يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قَالَ : ((انْزِلْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَاجْدَحْ لَنَا)) قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১২৪৫। আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে পথ চলছিলাম, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত গেল তখন তিনি সফররত সঙ্গীদের একজনকে বললেন, হে অমুক! বাহন থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও। সে বলল হে আল্লাহর রসূল! যদি আর একটু সন্ধ্যা করতেন (তাহলে ভাল হত।) তিনি বললেন, তুমি বাহন থেকে নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও। সে বলল, এখনো দিন হয়ে আছে। তিনি আবার বললেন, তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে নেমে তাঁদের জন্য ছাতু ঘুলে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করলেন এবং বললেন, "যখন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে যে, রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে এসে পড়েছে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে।" আর সেই সাথে তিনি পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬/ ১২৪৬। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن))

৭/ ১২৪৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ার আগে কতিপয় টাটকা পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি টাটকা পাকা খেজুর না পেতেন, তাহলে শুকনো কয়েকটি খেজুর যোগে ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুরও না হত, তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*

***** ইমাম নাওয়াবী শিরোনামায় দুআর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার হাদীসটি উল্লেখ করেননি। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-*

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). رواه أبو داود

ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ইফতার করতেন, তখন এই দুআ বলতেন,

"যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুক্বু অষাবাতাল আজরু ইন শা-আল্লাহ।"

অর্থাৎ, পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইন শাআল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আবূ দাঊদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২২৩

রোযাদার নিজ জিভ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে রোযার পরিপন্থী ক্রিয়াকলাপ তথা গালি-গালাজ ও অনুরূপ অন্য অপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১২৪৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন তোমাদের কারো রোযার দিন হবে, সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে যে, আমি রোযাদার। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)). رواه البخاري

২/ ১২৪৯। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার না করল, তখন আল্লাহর কোন দরকার নেই যে, সে তার পানাহার ত্যাগ করুক। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২২৪

রোযা সম্পর্কিত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১২৫০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ করে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ ؟ قَالَ : ((أَسْبِغِ الوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً)). رواه أَبو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

২/ ১২৫১। লাক্বীত্ব ইবনে সাবেরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ওযূ সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গাগুলো খিলাল কর। সজোরে নাকে পানি টেনে (নাক ঝাড়ো); তবে রোযার অবস্থায় নয়। (অর্থাৎ রোযার অবস্থায় বেশি জোরে নাকে পানি টানা চলবে না।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১২৫২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কখনো কখনো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর এভাবে হত যে, তিনি স্ত্রী মিলন হেতু অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১২৫৩। আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনা স্বপ্নদোষে (স্ত্রী সহবাসজনিত) অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন, তারপর রোযা পালন করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২২৫

মুহার্রাম, শা'বান তথা অন্যান্য হারাম (পবিত্র) মাসে রোযা রাখার ফযীলত

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

১/ ১২৫৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহে রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা, আল্লাহর মাস মুহার্রাম। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায। *(মুসলিম)*

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وفي رواية : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১২৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শাবান মাস চাইতে বেশি নফল রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, অল্প কিছুদিন ছাড়া তিনি পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

৩/ ১২৫৬। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ)

পরিচ্ছেদ - ২২৬

যুলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালন তথা অন্যান্য পূণ্যকর্ম করার ফযীলত

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ أَيَّامٍ ، العَمَلُ الصَّالِحُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ)) يعني أَيَّامَ العَشرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : ((وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ)). رواه البخاري

১/ ১২৫৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই দিনগুলির (অর্থাৎ, যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। লোকেরা বলল, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করে তাহলে হয়তো তার সমান হতে পারে।) *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২২৭

আরাফা ও মুহার্রাম মাসের নবম ও দশম তারীখে রোযা রাখার ফযীলত

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، قَالَ : ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ)). رواه مسلم

১/ ১২৫৮। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে আরাফার দিনে রাযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গোনাহ মোচন করে দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১২৫৯। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার (মুহার্রম মাসের দশম) দিনে স্বয়ং রোযা রেখেছেন এবং ঐ দিনে রোযা রাখতে আদেশ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ : ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ)). رواه مسلم

৩/ ১২৬০। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে আশূরার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, তা বিগত এক বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)). رواه مسلم

৪/ ১২৬১। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে মুহার্রম মাসের নবম তারীখে অবশ্যই রোযা রাখব। (অর্থাৎ, নবম ও দশম দু'দিন ব্যাপী রোযা রাখব।) *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২২৮

শওয়াল মাসের ছ'দিন রোযা পালনের ফযীলত

عَن أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)). رواه مسلم

১/ ১২৬২। আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর, শওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরের রোযা রাখল। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২২৯

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ফযীলত

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ ، فَقَالَ : ((ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَومٌ بُعِثْتُ ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)). رواه مسلم

১/ ১২৬৩। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সোমবার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ওটি এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি অথবা ঐ দিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) 'অহী' অবতীর্ণ করা হয়েছে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) ، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم

২/ ১২৬৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (মানুষের) আমলসমূহ সোম ও বৃহস্পতিবারে (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি ভালবাসি যে, আমার আমল এমন অবস্থায় পেশ করা হোক, যখন আমি রোযার অবস্থায় থাকি। *(তিরমিযী হাসান)* ইমাম মুসলিমও এটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে রোযার উল্লেখ নেই।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيس . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৩/ ১২৬৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার জন্য সমধিক সচেষ্ট থাকতেন। *(তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ২৩০

প্রত্যেক মাসে তিনটি ক'রে রোযা রাখা মুস্তাহাব

প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা পালন করা উত্তম।। অন্য মতে ১২, ১৩, ও ১৪ তারীখে। প্রথমোক্ত মতটিই প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ : صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১২৬৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন; প্রত্যেক মাসে তিনটি ক'রে রোযা পালন করা। চাশ্‌তের দু' রাকআত নামায আদায় করা এবং নিদ্রা যাবার পূর্বে বিত্‌র নামায পড়া। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : أَوصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ . رواه مسلم

২/ ১২৬৭। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু ﷺ আমাকে এমন তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন, যা আমি যতদিন বেঁচে থাকব, কখনোই ত্যাগ করব না; প্রতি মাসে তিনটি ক'রে রোযা পালন করা, চাশ্‌তের নামায পড়া এবং বিত্‌র না পড়ে নিদ্রা না যাওয়া। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১২৬৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতি মাসে তিনটি ক'রে রোযা রাখা, সারা বছর ধরে রোযা রাখার সমান। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَة أَيَّامٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ . فقلتُ : مِنْ أيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَت : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ . رواه مسلم

৪/ ১২৬৯। মুআযাহ আদাভিয়্যাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রসূল কি প্রতি মাসে তিনটি ক'রে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, মাসের কোন্ কোন্ দিনে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখতে তিনি পরোয়া করতেন না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثاً، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৫/ ১২৭০। আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক মাসে (নফল) রোযা পালন করলে (শুক্লপক্ষের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে পালন করো। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ قَتَادَةَ بنِ مِلْحَانَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ : ثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ . رواه أَبُو داود

৬/ ১২৭১। ক্বাতাদাহ ইবনে মিলহান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুক্লপক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা রাখার জন্য আদেশ করতেন। *(আবূ দাউদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ . رواه النسائي بإسناد حسن

৭/ ১২৭২। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ও সফরে কোথাও শুক্লপক্ষের (তিন) দিনের রোযা ছাড়তেন না। *(নাসাঈ হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ২৩১

রোযা ইফতার করানোর ফযীলত। যে রোযাদারের নিকট কিছু ভক্ষণ করা হয় তার ফযীলত এবং যার নিকট ভক্ষণ করা হয় তার জন্য ভক্ষণকারীর দুআ।

عَن زَيد بن خَالد الجُهَنِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ فَطَّرَ صَائماً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/ ১২৭৩। যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে (রোযাদারের) সমান নেকীর অধিকারী হবে। আর তাতে রোযাদারের নেকীর কিছুই কমবে না। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

২/ ১২৭৪। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়। দেখুন ঃ যয়ীফ তিরমিযী)

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ ﷺ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْت ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ؛ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ)). رواه أَبو داود بإسناد صحيح

৩/ ১২৭৫। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি রুটি ও (যায়তুনের) তেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে পেশ করলেন। নবী ﷺ তা ভক্ষণ করে এই দুআ পড়লেন।

'আফত্বারা ইন্দাকুমুস স্বা-য়িমূন, অআকালা ত্বাআমাকুমুল আবরার, অসাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকাহ।'

অর্থাৎ, রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করল। সৎব্যক্তিগণ তোমাদের খাবার ভক্ষণ করল এবং ফিরিশ্তাগণ তোমাদের জন্য (ক্ষমার জন্য) দুআ করলেন। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধে সূত্রে)*

নবম অধ্যায়

ই'তিকাফ (ইবাদত-উপাসনার জন্য একান্তে অবস্থান করা)

পরিচ্ছেদ - ২৩২

রমযান মাসে ই'তিকাফ সম্পর্কে

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . متفقٌ عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১২৭৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه . متفقٌ عَلَيْه

২/ ১২৭৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে মহান আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর (তিরোধানের) পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيه اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً . رواه البخاري

৩/ ১২৭৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক রমযান মাসের (শেষ) দশদিন ই'তিকাফ করতেন। তারপর যে বছরে তিনি দেহত্যাগ করেন, সে বছরে বিশদিন ই'তিকাফ করেছিলেন। *(বুখারী)*

দশম অধ্যায়

(কা'বাগৃহের) হজ্জ পালন

পরিচ্ছেদ - ২৩৩

হজ্জের অপরিহার্যতা ও তার ফযীলত

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ }

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নন। *(সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১২৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ইসলামের ভিত পাঁচটি জিনিষের উপর স্থাপিত আছে। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং (৫) মাহে রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا)). فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً . فَقَالَ رَسُولُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

اللهِ ﷺ : ((لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ)) ثُمَّ قَالَ : ((ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَدَعُوهُ)). رواه مسلم

২/ ১২৮০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।" একটি লোক বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি? তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্ব পুরুষরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদের কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسولِهِ)) قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((حَجٌّ مَبرُورٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১২৮১। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম কাজ কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রাখা। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, অতঃপর কি? তিনি বললেন, 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ সেই হজ্জকে বলা হয়, যাতে হাজী কোন প্রকার আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়নি।

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ حَجَّ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১২৮২। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا ، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১২৮৩। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : ((لَكُنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ : حَجٌّ مَبْرُورٌ)). رواه البخاري

৬/ ১২৮৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না? তিনি বললেন, কিন্তু (মহিলাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ। *(বুখারী)*

وَعَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ)). رواه مسلم

৭/ ১২৮৫। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ বেশী সংখ্যায় বান্দাকে দোযখমুক্ত করেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً – أَوْ حَجَّةً مَعِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

৮/ ১২৮৬। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মাহে রমযানের উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমতুল্য। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ امرَأَةً قَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৯/ ১২৮৭। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর স্বীয় বান্দাদের উপর হজ্জের ফরয আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সে বাহনের উপর চড়ে থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ لَقِيطِ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لاَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ ، وَلاَ العُمْرَةَ ، وَلاَ الظَّعَنَ ؟ قَالَ : ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১০/ ১২৮৮। লাক্বীত ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি না হজ্জ করতে সক্ষম, না উমরা করতে সক্ষম, আর না সফর করতে পারবেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী-হাসান সহীহ)*

وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيْدَ ﷺ ، قَالَ : حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وَأَنَا ابنُ سَبعِ سنِينَ . رواه البخاري

১১/ ১২৮৯। সায়েব ইবনে য়্যাযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমাকে নিয়ে হজ্জ করা হয়েছে। আমি তখন সাত বছরের ছেলে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : ((مَنِ القَوْمُ ؟)) قَالُوا: المُسلِمُونَ . قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ((رَسُولُ اللهِ)) . فَرَفَعَت امْرَأَةٌ صَبِيّاً ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ)). رواه مسلم

১২/১২৯০। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ 'রাওহা' নামক স্থানে একটি যাত্রীদলের সাথে সাক্ষাৎকালে বললেন, তোমরা কোন্ জাতি? তারা বলল, আমরা মুসলমান। তারা বলল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল। এই সময়ে একজন মহিলা একটি শিশুকে হাতে করে তুলে ধরে বলল, এর কি হজ্জ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর (ওকে হজ্জ করানো বাবত) তোমারও সওয়াব হবে। *(মুসলিম)*

عَن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. رواه البخاري

১৩/১২৯১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বাহনে চড়ে হজ্জ সমাধা করেন। আর ঐ বাহনটিই ছিল প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের বাহক। *(বুখারী)*

** (অর্থাৎ, তিনি যে উটের বাহনে চড়ে হজ্জ করেছেন সেই বাহনেই তাঁর খাদ্য-পানীয় তথা অন্যান্য আনুষঙ্গিক আসবাবপত্রও চাপানো ছিল।)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ ، وَمَجنَّةُ ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي المَوَاسِمِ ، فَنَزَلَتْ : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة : ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ . رواه البخاري

১৪/১২৯২। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, উকায, মাজিন্নাহ ও যুল-মাজায নামক স্থানগুলিতে (ইসলাম আসার পূর্বে) জাহেলী যুগের বাজার ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম হজ্জের মওসমে ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক কাজ-কর্মকে পাপ মনে করলেন। তার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হল, যার অর্থ, (হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৮ আয়াত, বুখারী)*

একাদশ অধ্যায়

(আল্লাহর পথে) জিহাদ

পরিচ্ছেদ - ২৩৪

জিহাদ ওয়াজেব এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যার মাহাত্ম্য

আল্লাহ পাক বলেছেন,

{ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ } [التوبة : ٣٦]

অর্থাৎ, আর অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথে রয়েছেন। *(সূরা তাওবাহ ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [البقرة : ٢١٦]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ } [التوبة : ٤١]

অর্থাৎ, দুর্বল হও অথবা সবল সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। *(সূরা তাওবাহ ৪১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ }[التوبة : ١١١]

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধে)র দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে; আর নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহা সাফল্য। *(সূরা তাওবাহ ১১১)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء : ٩٥-٩٦]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ তাঁর (আল্লাহর) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ৯৫-৯৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِن اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤمِنِينَ } [الصف : ١٠- ١٣]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা সাফ্ ১০- ১৩ আয়াত)*

এ মর্মে প্রসিদ্ধ বহু আয়াত রয়েছে। আর জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসও রয়েছে অগণিত। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

عن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ ﷺ : أيُّ العَمل أفْضَلُ ؟ قَالَ: ((إيمَانٌ باللهِ وَرَسُولِه)) قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১২৯৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা হল, সর্বোত্তম কাজ কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞাসা করা হল তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল অতঃপর কি? তিনি বললেন, 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قُلْتُ : ثُمَّ أيُّ ؟ قَالَ : ((بِرُّ الوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْه

২/ ১২৯৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহর নিকট কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথা সময়ে নামায আদায় করা। আমি নিবেদন করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার নিবেদন করলাম। তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : ((الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِه)). متفقٌ عَلَيْه

৩/ ১২৯৫। আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১২৯৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা, পৃথিবীও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((مُؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/ ১২৯৭। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এই নিবেদন করল যে, সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, সেই মু'মিন ব্যক্তি, যে নিজ জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, সেই মু'মিন, যে পার্বত্য ঘাঁটির মধ্যে কোন ঘাঁটিতে আল্লাহর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে ও জনগণকে নিজের মন্দ থেকে মুক্ত রাখে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، أَوِ الغَدْوَةُ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬/ ১২৯৮। সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাহে একদিন সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, পৃথিবী ও ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের কারো একটি বেত্র পরিমাণ জান্নাতের স্থান, দুনিয়া তথা তার পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে (জিহাদ কল্পে) এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা গমন করা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ سَلمَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ)). رواه مسلم

৭/ ১২৯৯। সালমান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একদিন ও একরাত সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, একমাস ধরে (নফল) রোযা পালন তথা (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাতে ঐ সব কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সে পূর্বে করত এবং তার বিশেষ রুযী চালু করে দেওয়া হবে এবং তাকে (কবরের) ফিৎনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা হতে মুক্ত রাখা হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮/ ১৩০০। ফাযালা ইবনে উবাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মৃত্যুগামী ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তার কর্মধারা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা রত ব্যক্তির নয়। কেননা, তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হবে এবং সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। *(আবূ দাউদ-তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن عُثمَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُول : ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৯/ ১৩০১। উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর পথে একদিন সীমান্তে পাহারা দেওয়া, অন্যত্র হাজার দিন পাহারা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। *(তিরমিযী তিনি বলেন, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِه ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِه الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِه يَوْمَ كُلِم ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي . وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِه ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ)).

رواه مسلم ، وروى البخاري بعضه

১০/ ১৩০২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়ভার গ্রহণ করেন যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন,) "আমার পথে জিহাদ করার স্পৃহা, আমার প্রতি বিশ্বাস, আমার পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞানই তাকে (স্বগৃহ থেকে) বের করে। আমি তার এই দায়িত্ব নিই যে, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব অথবা তাকে নেকী বা গনীমতের সম্পদ দিয়ে তার বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দিব।" সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! আল্লাহর পথে তার দেহে যে কোন যখম পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে সে ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, যেন আজই যখম হয়েছে। (টাটকা যখম ও রক্ত ঝরবে।) তার রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের হওয়ার) সঙ্গতি নেই। আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর (পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই। *(বুখারী কিদয়ংশ, মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَم فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَومَ القِيَامةِ، وَكَلْمُهُ يُدْمِي : اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسكٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১১/ ১৩০৩। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন ক্ষত আল্লাহর রাহে পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে ক্ষতগ্রস্ত মুজাহিদ এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত ঝরবে। রক্তের রং তো (বাহ্যতঃ) রক্তের মত হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن مُعَاذ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَونُها الزَّعْفَرَانُ ، وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

১২/ ১৩০৪। মুআয ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম যদি আল্লাহর রাহে এতটুকু সময় যুদ্ধ করে যতটুকু দু'বার উটনী দোহাবার মাঝে হয়, তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর যে মুজাহিদকে আল্লাহর পথে কোন ক্ষত বা আঁচড় পৌঁছে, সে ক্ষত বা আঁচড় কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তা হতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শোণিত ধারা প্রবাহিত হবে। (দৃশ্যতঃ) তার রং তো জাফরানী হবে, আর তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشعبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقَالَ : لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((لاَ تَفعَلْ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ ؟ أُغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَن قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

১৩/ ১৩০৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর একজন সাহাবী একটি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে পথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝর্ণা। সুতরাং তা তাকে মুগ্ধ করে তুলল। সে বলল, আমি যদি লোকদের থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ী পথে বসবাস করতাম, (তাহলে ভাল হত)! তবে এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত কখনোই করব না। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এরূপ করো না। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কোন ব্যক্তির (জিহাদ উপলক্ষ্যে) অবস্থান করা, নিজ ঘরে সত্তর বছর ব্যাপী নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান? অতএব আল্লাহর রাহে লড়াই কর। (জেনে রেখো,) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে দু'বার উট দোহানোর মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : ((لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ)). فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : ((لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ)) ! ثُمَّ قَالَ : ((مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلمٍ .

وفي رواية البخاري : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ ؟ قَالَ : ((لاَ أَجِدُهُ)) ثُمَّ قَالَ : ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ)) ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟!

১৪/ ১৩০৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে জিহার করার সমতুল্য আমল কি? তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না। তারা তাঁকে দু'-তিনবার ঐ একই জিজ্ঞাসা করতে থাকল, আর তিনি প্রত্যেকবারে বললেন, তোমরা তার ক্ষমতা রাখ না। তারপর বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রোযাদার ও আল্লাহর আয়াত পাঠ করে নামায আদায়কারীর মত, যে রোযা রাখতে ও নামায পড়তে আদৌ ক্লান্তিবোধ করে না। (এরূপ ততক্ষণ পর্যন্ত গণ্য হয়) যতক্ষণ না মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসে। *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দেন যা জিহাদের সমতুল্য হবে। তিনি বললেন, আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি না। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে অক্লান্তভাবে নামাযে নিয়োজিত হবে এবং অবিরাম রোযা রাখবে। সে বলল, ও কাজ কে করতে পারবে?

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ وَالمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنَ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأتِيَهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ)). رواه مسلم

১৫/ ১৩০৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারক ব্যক্তির জীবন, সমস্ত লোকের জীবন চাইতে উত্তম, যে ব্যক্তি যুদ্ধধ্বনি শুনা মাত্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে উড়ে চলে অথবা কোন শত্রুর ভয় দেখা মাত্র তার পিঠে চড়ে (দ্রুত বেগে) উড়ে যায় এবং শাহাদত অথবা মৃত্যু তার (স্ব স্ব) সম্ভাব্য স্থানে সন্ধান করতে থাকে। কিম্বা সেই ব্যক্তির (জীবন সর্বোত্তম) যে তার ছাগলের পাল নিয়ে পর্বতশিখরে বা কোন উপত্যকার মাঝে অবস্থান করে। যথারীতি নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আমরণ স্বীয় প্রভুর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে। লোকেদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). رواه البخاري

১৬/ ১৩০৮। উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর আছে, যা আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান যমীনের মধ্যবর্তীর দূরত্বসম। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِالإِسْلاَمِ ديناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)) ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)) قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه مسلم

১৭/ ১৩০৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে পয়গম্বররূপে মেনে নিল, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আবূ সাঈদ (বর্ণনাকারী) অনুরূপ উক্তি শুনে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কথাগুলি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি বললেন, আরো একটি পুণ্যের সুসংবাদ যার বিনিময়ে বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর উঁচু করে দিবেন, প্রতি দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হবে, আকাশ-পৃথিবীর মধ্যখানের দূরত্ব সম। আবূ সাঈদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেটি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ﷺ ، وَهُوَ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ)) فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

১৮/ ১৩১০। আবূ বাক্‌র ইবনে আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি - যখন তিনি শত্রুর সামনে বিদ্যমান ছিলেন - আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারির ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে রুক্ষ বেশধারী জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে উঠল, হে আবূ মূসা! আপনি কি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি। অতঃপর সে তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে দিয়ে (নগ্ন) তরবারিটি নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল এবং শত্রুকে আঘাত করে অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبِي عَبْسٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ جَبْرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ)). رواه البخاري

১৯/ ১৩১১। আবূ আব্স আব্দুর রহমান ইবনে জাব্র ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যে বান্দার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হবে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)). رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

২০/ ১৩১২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ, দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব।) আর একই বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধুঁয়া একত্র জমা হবে না। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((عَيْنَانِ لاَ تَمسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

২১/ ১৩১৩। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

২২/ ১৩১৪। যায়দ ইবনে খালেদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত করে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখা-শুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

২৩/ ১৩১৫। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম সাদকাহ আল্লাহর রাহে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, (যার দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোন খাদেম দান করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে। কিম্বা আল্লাহর পথে (গর্ভধারণের উপযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট) উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। *(তিরমিযী হাসান, সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ فَتىً مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجهَّزُ بِهِ ، قَالَ : ((ائْتِ فُلاناً فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ)) فَأَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، ويَقُول : أَعْطِنِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ . قَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً ، فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم

২৪/ ১৩১৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করতে চাচ্ছি; কিন্তু তার জন্য আমার কোন সাজ-সরঞ্জাম নেই। তিনি বললেন, তুমি অমুকের নিকট যাও। কারণ, সে (যুদ্ধের জন্য) সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু (ভাগ্যক্রমে) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং সে তার কাছে এসে বলল, রসূল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, তুমি আমাকে ঐসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যা তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে। সে (স্বীয় স্ত্রীকে) বলল, হে অমুক! ওকে ঐ সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও যেগুলি আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলাম। আর ওর মধ্য হতে কোন কিছু রেখে নিও না (বরং সমস্ত দিয়ে দাও)। আল্লাহর শপথ! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيْ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ، فَقَالَ : ((لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا)). رواه مسلم .

وفي روايةٍ لَهُ : ((لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ)) ثُمَّ قَالَ لِلقَاعِدِ : ((أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ)).

২৫/ ১৩১৭। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, (একবার) নবী ﷺ বনূ লাহইয়ান গোত্রাভিমুখে (যখন তারা অমুসলিম ছিল) একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং বললেন, যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন লোক (ঐ বাহিনীতে) যোগদান করে, আর সওয়াব দু'জনের মধ্যে সমান হবে। (যদি পিছনে থাকা ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের যথাযথ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।) *(মুসলিম)*

এর অন্য বর্ণনায় আছে, যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষ জিহাদে বের হয়। অতঃপর ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ জিহাদের উদ্দেশ্যে গমনকারীর পরিবার-পরিজনদের মধ্যে উত্তমরূপে তার প্রতিনিধিত্ব করবে, সে তার (মুজাহিদের) অর্ধেক পুণ্য পাবে।

*** (পূর্বোক্ত হাদীসের সমান নেকীর কথা উল্লিখিত হয়েছে আর এতে অর্ধেকের কথা দৃশ্যতঃ দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিদৃষ্ট হলেও; আসলে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। কারণ, অর্ধেক মানে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে একটি নেকীর সমান ভাগ হবে। বিধায় দু'জনের জন্যই আধা-আধি হবে। ফলে দু'জনেরই সমান অংশ দাঁড়াবে।)*

وَعَن البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ : ((أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ)) . فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً)). متفقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৬/ ১৩১৮। বারা' ইবনে আযেব কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট লোহার শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আগে জিহাদ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর। সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে প্রবৃত্ত হল এবং শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, লোকটি কাজ তো অল্প করল; কিন্তু পারিশ্রমিক প্রচুর পেল। *(বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ)) . وفي رواية : ((لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ)) متفقٌ عَلَيْهِ

২৭/ ১৩১৯। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি এমন নেই যে, জান্নাতে যাওয়ার পর এই লোভে জগতে ফিরে আসা পছন্দ করবে যে, ধরা পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবারই সে মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু শহীদ (তা করবে। কেননা,) সে প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ ক'রে ইহজগতে ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে কামনা করবে।

অন্য বর্ণনানুযায়ী সে প্রাপ্ত শাহাদাতের ফযীলত দেখে এ বাসনা করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يُغْفَرُ اللهُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ)) . رواه مسلم

وفي رواية له : ((القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ الدَّيْن)) .

২৮/ ১৩২০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম)

এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপকে মোচন করে দেয়।

وَعَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَعَمْ ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ)) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَيْفَ قُلْتَ ؟)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيهِ السَّلاَمُ - قَالَ لِي ذَلِكَ)). رواه مسلم

২৯/ ১৩২১। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর পথে ঈমান রাখা সর্বোত্তম কর্ম। জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর রাহে লড়াই করে শাহাদত বরণ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমার সমুদয় পাপরাশিকে মিটিয়ে দেবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে নেকীর কামনায় ধৈর্য-সহ্যের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সাথে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে শহীদ হয়ে যাও, (তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেবেন।) তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি যেন বললে? সে বলল, আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহ খাতাসমূহ তার ফলে মিটে যাবে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, ধৈর্য-সহ্যের সাথে, অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে (যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও তাহলে)। কিন্তু ঋণ ছাড়া। যেহেতু জিবরীল عليه السلام অবশ্যই আমাকে এ কথা বললেন। (মুসলিম)

*** (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ না করার গোনাহ মাফ হবে না। কারণ, এটি বান্দার হক। আর বান্দার হক বান্দার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।)*

وَعَن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : ((فِي الجَنَّةِ)) فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

৩০/ ১৩২২। জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার স্থান কোথায় হবে? তিনি বললেন, জান্নাতে। সে (এ কথা শুনে) তার হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَقْدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ)) . فَدَنَا المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ)) قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ : بَخٍ بَخٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَولِكَ بَخٍ بَخٍ ؟)) قَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : ((فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا)). فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

৩১/ ১৩২৩। আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে (বদরাভিমুখে) রওনা দিলেন। পরিশেষে মুশরিকদের পূর্বেই তাঁরা বদর স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মুশরিকগণ সেখানে এসে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা অবশ্যই কেউ কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু করবে না; যতক্ষণ আমি নির্দেশ না দিব অথবা আমি স্বয়ং তা করব। সুতরাং যখন মুশরিকরা নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান। বর্ণনাকারী বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী رضي الله عنه নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমাইর বললেন, বাঃ বাঃ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'বাঃ বাঃ' শব্দ উচ্চারণ করার জন্য তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করল? উমাইর বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! তার (জান্নাতের) অধিবাসী হওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বললেন, তুমি তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সে কতিপয় খেজুর স্বীয় তূণ থেকে বের করে খেতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শুরু করল। তারপর বলল, যদি আমি এগুলি খেতে থাকি, তবে দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকতে হবে (এত দেরী সহ্য হবে না)। বিধায় সে তার কাছে যত খেজুর ছিল, সব ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম)*

وَعَنه ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ : القُرَّاءُ ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَلِلفُقَرَاءِ ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا المَكَانَ ، فَقَالُوا : اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، وَأَتَى رَجُلٌ حَراماً خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ حَرَامٌ : فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا)). متفقٌ عَلَيْه ، وهذا لفظ مسلم

৩২/ ১৩২৪। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, কয়েকটি লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের সঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ পাঠিয়ে দেন যাঁরা আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিবেন। সুতরাং তিনি সত্তরজন আনসারীকে পাঠিয়ে দিলেন যাঁদেরকে 'কুর্রা' (কুরআনের হাফেয) বলা হত। 'হারাম' নামক আমার মামাও তাঁদের অন্যতম। তাঁরা রাতে কুরআন পড়তেন, আপোসে কুরআন অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা অর্জন করতেন। আর দিনে তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন। কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করতেন এবং তা দিয়ে আহলে সুফ্ফা (মসজিদে নববীতে অবস্থানরত তৎকালীন ইসলামী ছাত্রবৃন্দ) ও গরীবদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী ﷺ তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে তারা তাদেরকে আটকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর পূর্বেই তাদেরকে হত্যা করে দিল। শাহাদত প্রাক্কালে তাঁরা এই দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।" আনাস ﷺ এর মামা 'হারাম'-এর পশ্চাৎ দিক থেকে একটি লোক এসে বল্লমের খোঁচা মেরে (শরীর ফুঁড়ে) পার করে দিল। হারাম বলে উঠলেন, কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হলাম! রাসূলুল্লাহ ﷺ (উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের ভাইদের শহীদ করে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ বলে দুআ করেছে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بنُ النَّضْرِ ﷺ عَن قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ - يَعنِي : أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ - يَعنِي : المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدَ بنَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مُعَاذ ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُد ! فَقَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجدْنَا به بضعاً وَثَمَانِينَ ضَرَبَةً بالسَّيْف ، أَوْ طَعْنَةً برُمح أَوْ رَمْيَةً بسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ به الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانه . قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرَى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هَذِهِ الآية نَزَلَتْ فيه وَفِي أَشْبَاهِه : { مِنَ الْمُؤمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ } [الأحزاب : ٢٣] إِلَى آخرها . متفقٌ عَلَيْه ، وَقَدْ سبق في باب المجاهدة

৩৩/ ১৩২৫। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নায্‌র বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি একবার বললেন, হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন তাহলে আমি কি করব আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)। অতঃপর যখন উহুদের দিন এল তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি। (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল আমি তা পারলাম না। আনাস ﷺ বলেন, আমরা তাঁর দেহে আশীর চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম। আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল। আনাস ﷺ বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" *(বুখারী ও মুসলিম, মুজাহাদা পরিচ্ছেদ ১৫/১১১ নং হাদীস দ্রঃ)*

وَعَن سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَصَعِدَا بِي الشَّجرةَ فَأَدْخَلاَنِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالاَ : أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ)).
رواه البخاري ، وَهُوَ بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إِنْ شاء اللهُ تَعَالَى .

৩৪/ ১৩২৬। সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতে দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে গাছের উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো, ওর চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু'জনে) বলল, -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর। *(বুখারী, এটি একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ; যাতে আছে বহুমুখী ইল্‌ম। ইন শাআল্লাহ 'মিথ্যা বলা হারাম' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আসবে।)*

وَعَن أَنسٍ ﷺ : أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بنِ سُرَاقَةَ ، أَتَت النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ ، فَقَالَ : ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى)). رواه البخاري

৩৫/ ১৩২৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেষাহ ইবনে সূরাকাহর মা, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যাধিক কান্না করব। তিনি বললেন, হে হারেষার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে। *(বুখারী)*

وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَا زَالَتِ المَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩৬/ ১৩২৮। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে (উহুদ যুদ্ধের দিন) তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন হেতু বিকৃত অবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি পিতার চেহারা খুলতে গেলাম; কিন্তু আমাকে আমার আপনজনরা নিষেধ করল। নবী ﷺ বললেন, ওকে ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের ডানাসমূহ দিয়ে সর্বদা ছায়া করছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)). رواه مسلم

৩৭/ ১৩২৯। সাহল ইবনে হুনাইফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ)). رواه مسلم

৩৮/ ১৩৩০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য সত্যই শাহাদত চায়, তাকে তা দেওয়া হয়; যদিও (প্রত্যক্ষভাবে) শাহাদত নসীব না হয়। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩৯/ ১৩৩১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শহীদ হত্যার আঘাত ঠিক সেইরূপ অনুভব করে যেরূপ তোমাদের কেউ চিমটি কাটার বা পিপীলিকার কামড়ের আঘাত অনুভব করে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِروا ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ)) ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪০/ ১৩৩২। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ﷺ বলেন যে, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রসূল ﷺ অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি লোকেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) করার আশা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু যখন শত্রুর সাথে সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ কর। আর জেনে নাও যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে রয়েছে। অতঃপর তিনি দুআ করলেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنَدَ البَأسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضاً)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৪১/ ১৩৩৩। সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু' সময়ের দুআ রদ হয় না, কিম্বা কম রদ হয়। (এক) আযানের সময়ের দুআ। (দুই) যুদ্ধের সময়, যখন তা তুমুল আকার ধারণ করে। *(আবূ দাঊদ, সহীহ সানাদ)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا ، قَالَ : ((اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৪২/ ১৩৩৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ করতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, "আল্লা-হুম্মা আন্তা আযুদী অনাস্বীরী, বিকা আহূলু অবিকা আসূলু অবিকা উক্বা-তিল।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুবল এবং তুমিই আমার মদদগার। তোমার মদদেই আমি (শত্রুঘ্ন) কৌশল গ্রহণ করি, তোমারই সাহায্যে দুশমনের উপর আক্রমণ করি এবং তোমারই সাহায্যে যুদ্ধ চালাই। *(আবূ দাঊদ, তিরিমিযী হাসান)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوماً ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৪৩/ ১৩৩৫। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন (শত্রুদলকে) ভয় করতেন, তখন এই দুআ বলতেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ সহীহ সানাদ)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((الخَيْلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪৪/ ১৩৩৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা থাকবে। *(বুখারী)*

وَعَن عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((الخَيْلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ : الأَجْرُ ، وَالمَغْنَمُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪৫/ ১৩৩৭। উরওয়াহ বারেকী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত অবধি কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ, নেকী ও গনীমত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَانَاً بِاللهِ، وَتَصْدِيقَاً بِوَعْدِه ، فَإِنَّ شِبَعَهُ ، وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِه يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

৪৬/ ১৩৩৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভেবে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে (পালন করে), সে ঘোড়ার (আহার পূর্বক) তৃপ্ত হওয়া, পান যোগে সিক্ত হওয়া, তার পেশাব ও পায়খানা কিয়ামতের দিনে তার (নেকীর) পাল্লায় (ওজন) হবে। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ : هَذِه فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ)). رواه مسلم

৪৭/ ১৩৩৯। আবূ মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে লাগামযুক্ত উটনী নিয়ে হাজির হল এবং বলল, এটি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য দান করা হল)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের দিনে তোমার জন্য এর বিনিময়ে সাতশ'টি উটনী হবে; যার প্রত্যেকটি লাগামযুক্ত হবে। *(বুখারী)*

وَعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، يَقُولُ : ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ)). رواه مسلم

৪৮/ ১৩৪০। উক্ববাহ ইবনে আমের জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়ার সময় এ কথা বলতে শুনেছি যে, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} অর্থাৎ, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। *(সূরা আনফাল ৬০)* এর ব্যাখ্যায় বললেন, "জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি।" *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ ، فَلاَ يَعْجِز أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِه)). رواه مسلم

৪৯/ ১৩৪১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমাদের জন্য অনেক ভূখন্ড জয়লাভ হবে এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন, তার তীর নিয়ে (অবসর সময়ে) খেলতে (অভ্যাস করতে) অক্ষমতা প্রদর্শন না করে। *(মুসলিম)*

وَعَنه: أَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ فَقَدْ عَصَى)). رواه مسلم

৫০/ ১৩৪২। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজির বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হল, তারপর সে তা পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে অবাধ্যতা করল। *(মুসলিম)*

৫১/ ১৩৪৩। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ প্রভৃতি)

وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ : ((ارْمُوا بَنِي إِسمعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً)). رواه البخاري

৫২/ ১৩৪৪। সালামাহ ইবনে আকওয়া' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তীর নিক্ষেপে রত একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, হে ইসমাঈলের সন্তানেরা। তোমার তীর নিক্ষেপ কর। কারণ, তোমাদের (আদি) পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দাজ ছিলেন। *(বুখারী)*

وَعَن عَمرِو بنِ عَبَسَة ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ رَمَى بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ)). رواه أَبو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৫৩/ ১৩৪৫। আম্‌র ইবনে আবাসাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হয়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي يَحيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَة ضِعْف)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)).

৫৪/ ১৩৪৬। আবূ য়্যাহয়্যা খুরাইম ইবনে ফাতেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লিখা হয়। *(তিরমিযী, হাসান)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ اليَوْمِ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). متفقٌ عَلَيْه

৫৫/ ১৩৪৭। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন (রোযার) বিনিময়ে তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (দূরত্ব সম) দূরে রাখবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৫৬/ ১৩৪৮। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্বসম একটি গর্ত খনন করে দেবেন। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ)). رواه مسلم

৫৭/ ১৩৪৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুনাফেক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল। *(মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرَضُ)) . وفي رواية : ((حَبَسَهُمُ العُذْرُ)) . وفي رواية : ((إِلاَّ شَرَكُوكُمْ فِي الأَجْرِ)). رواه البخاري من رواية أنس ، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ لَهُ .

৫৮/ ১৩৫০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" আর একটি বর্ণনায় আছে যে, "কোন ওজর তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।" *(বুখারী আনাস হতে, মুসলিম জাবের হতে এবং শব্দাবলী তাঁরই।)*

وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ؟ وفي رواية : يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وفي رواية : يُقَاتِلُ غَضَباً ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫৯/ ১৩৫১। আবূ মূসা আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, এক লোক গনীমতের মালের জন্য, এক লোক নাম নেওয়ার জন্য আর এক লোক নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। অন্য বর্ণনায় আছে, বীরত্ব দেখাবার জন্য এবং বংশীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতীত্বের জন্য। আর এক বর্ণনানুযায়ী ক্রুদ্ধ হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লার বাণীকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ غَازِيَةٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو ، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ، إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ لَهُمْ أُجُورهُمْ)). رواه مسلم

৬০/ ১৩৫২। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ-স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে যোদ্ধাদল বা সেনাবাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং গনীমতের সম্পদ অর্জন করল তথা নিরাপদে বাড়ি ফিরে এল, সে দল বা বাহিনী স্বীয় প্রতিদানের (নেকীর) তিন ভাগের দু'ভাগ (পার্থিব জীবনেই) সত্বর লাভ করে নিল (এবং একভাগ পরকালে পাবে)। আর যে সেনাদল লড়াই করল এবং গনীমতের মালও পেল না এবং শহীদ বা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, সে সেনাদল (পরকালে) পূর্ণ প্রতিদান অর্জন করবে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل -)) رواه أَبُو داود بإسناد جيد

৬১/ ১৩৫৩। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক নিবেদন করল হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (সংসার ত্যাগ করে বিদেশ) ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। নবী ﷺ বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ কার্য আল্লাহর পথে জিহাদ করার মধ্যে নিহিত। *(আবূ দাউদ, উত্তম সানাদ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ)). رواه أَبُو داود بإسناد جيد

৬২/ ১৩৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করার নেকীও জিহাদে লিপ্ত থাকার মতই। *(আবূ দাউদ উত্তম সানাদ)*

অর্থাৎ, জিহাদ থেকে ফিরে আসার নেকীও জিহাদের মতই। (যেহেতু সে অবসর ও বিশ্রাম জিহাদের স্বার্থেই হয়।)

وَعَن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ ، فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ

ورواه البخاري قَالَ: ذَهَبنا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ.

৬৩/ ১৩৫৫। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাবূক অভিযান হতে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে (আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল) মানুষ স্বাগত জ্ঞাপন করেছিল। আমিও ছোট শিশুদের সাথে তাঁকে (মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) 'সানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে স্বাগত জানিয়েছিলাম। *(আবূ দাউদ- উক্ত শব্দে শুদ্ধ সানাদে)*

বুখারীতে আছে, সায়েব ﷺ বলেন, আমরা ছোট ছোট ছেলেদেরকে সঙ্গে 'সানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম।

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً ، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৬৪/ ১৩৫৬। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল না, অথবা কোন মুজাহিদকে (যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করল না কিম্বা মুজাহিদদের গৃহবাসীদের ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল না,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করবেন। *(আবূ দাউদ শুদ্ধ সানাদ)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৬৫/ ১৩৫৭। আনাস হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা জান-মাল ও বাক্য দ্বারা সংগ্রাম চালাও। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَن أَبِي عَمرٍو - وَيُقَالُ : أَبُو حَكِيمٍ - النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِن أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৬৬/ ১৩৫৮। আবূ আম্‌র মতান্তরে আবূ হাকীম নু'মান ইবনে মুক্বার্রিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে হাজির ছিলাম। (তাঁর রণকৌশল এই ছিল যে,) যদি তিনি দিনের শুরুতে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়া ও বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সাহায্য নেমে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখতেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬৭/ ১৩৫৯। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যদি তাদের সম্মুখীন হয়ে যাও, তাহলে ধৈর্য ধারণ কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الحَرْبُ خَدْعَةٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৬৮/ ১৩৬০। উক্ত রাবী ﷺ ও জাবের ﷺ উভয় কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারনামূলক এক ধরনের চক্রান্ত। *(বুখারী)*

(অন্য সময় ধোঁকা ও প্রতারণা অবৈধ হলেও যুদ্ধের সময় তা বৈধ। যেহেতু রক্তপিয়াসী শত্রুকে যেন-তেন প্রকারেণ পরাস্ত করাই উদ্দিষ্ট।)

পরিচ্ছেদ - ২৩৫

(শহীদদের প্রকারভেদ)

পারলৌকিক সওয়াবের দিক দিয়ে যাঁরা শহীদ, তাঁদেরকে গোসল দিয়ে জানাযার নামায পড়ে সমাধিস্থ করতে হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত প্রকৃত শহীদদের যে অবস্থায় নিহত হবে সেই অবস্থায় দাফন করতে হবে।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১৩৬১। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ ؟)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ : ((إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ)) قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : ((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ)). رواه مسلم

২/ ১৩৬২। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের মাঝে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য কর? সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে যে নিহত হয়, সেই শহীদ। তিনি বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ বড় অল্প। লোকেরা বলল, তাহলে তাঁরা কে কে হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের রোগে প্রাণ হারায়, সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১৩৬৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي الأَعْوَرِ سَعِيدِ بنِ زَيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ ، أَحَدِ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৪/ ১৩৬৪। জীবদ্দশায় জান্নাতী হবার শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী আবুল আ'ওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আম্র ইবনে নুফাইল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সেও শহীদ। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : ((فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : ((قَاتِلْهُ)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : ((فَأَنْتَ شَهِيدٌ)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : ((هُوَ فِي النَّارِ)). رواه مسلم

৫/ ১৩৬৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি কেউ আমার মাল (অবৈধভাবে) নিতে আসে তাহলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিবে না। পুনরায় সে নিবেদন করল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে? তিনি বললেন, তাহলে (তুমিও) তার সাথে লড়াই কর। সে বলল, বলুন, সে যদি আমাকে হত্যা করে দেয়? তিনি বললেন, তাহলে তুমি শহীদ হয়ে যাবে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, বলুন, আমি যদি তাকে মেরে ফেলি (তবে কি হবে)? তিনি বললেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৩৬

ক্রীতদাস মুক্ত করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَلاَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ } [البلد: ١١- ١٣]

অর্থাৎ, কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না। তুমি কি জান যে, গিরি সংকট কি? তা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান। *(সূরা বালাদ ১১-১৩ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ ، عُضْواً مِنْهُ فِي النَّارِ ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِه)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১৩৬৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে, আল্লাহ ঐ ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে তার গুপ্তাঙ্গও (মুক্ত করে দেবেন)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي ذرٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً)). متفقٌ عَلَيْه

২/ ১৩৬৭। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল সবার চেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি বললাম, কি ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যে ক্রীতদাস তার মালিকের কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সবার চেয়ে বেশি মূল্যবান। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৩৭

গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء : ٣٦]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

وَعَن الْمَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ ﷺ ، وَعَلَيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِه مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّه ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِه ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১৩৬৮। মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ যার্র ﷺ-কে দেখলাম যে, তাঁর পরনে জোড়া রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও অনুরূপ জোড়া পোষাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, তিনি আল্লাহর রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে তার মায়ের সম্বন্ধ ধরে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, (হে আবূ যার্র!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِه ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ)). رواه البخاري

২/ ১৩৬৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম তার নিকট খাবার নিয়ে আসবে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক খাবল বা দু' খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু' গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৩৮

আল্লাহর হক এবং নিজ মনিবের হক আদায়কারী গোলামের মাহাত্ম্য

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِه ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৩৭০। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে কোন গোলাম যখন তার মনিবের কল্যাণকামী হয় ও আল্লাহর বন্দেগী (যথারীতি) করে, তখন তার দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হয়। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ)) ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ ، وَبِرُّ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১৩৭১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(আল্লাহ ও নিজ মনিবের) হক আদায়কারী অধীনস্থ দাসের দ্বিগুণ নেকী অর্জিত হয়।" সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবূ হুরাইরার জীবন আছে! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি পরাধীন গোলাম রূপে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ ، وَالنَّصِيحَةَ ، وَالطَّاعَةَ ، لَهُ أَجْرَانِ)). رواه البخاري

৩/ ১৩৭২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে অধীনস্থ গোলাম তার প্রতিপালক (আল্লাহর) ইবাদত সুন্দরভাবে করে এবং তার মালিকের অবশ্যপালনীয় হক যথারীতি আদায় করে। তার মঙ্গল কামনা করে ও আনুগত্য করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১৩৭৩। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার লোকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (১) কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের) কোন ব্যক্তি তার নিজের নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং পরে মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনে। (২) সেই অধীনস্থ গোলাম, যে আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক যথারীতি আদায় করে। (৩) সেই ব্যক্তি যার একটি দাসী আছে। তাকে সে আদব-কায়দা শিখায় এবং উৎকৃষ্টরূপে তাকে আদব শিক্ষা দেয়, তাকে বিদ্যা শিখায় এবং সুন্দররূপে তার শিক্ষা সুসম্পন্ন করে, অতঃপর তাকে স্বাধীন করে দিয়ে বিবাহ করে নেয়, এর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৩৯

ফিত্না-ফাসাদের সময় উপাসনা করার ফযীলত

عَن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ)). رواه مسلم

১/ ১৩৭৪। মালেক ইবনে য়্যাসার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য। *(মুসলিম)* ** (ঈমান ও দ্বীন বাঁচানোর জন্য স্বদেশত্যাগ করাকে 'হিজরত' করা বলে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৪০

ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো, উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ ও প্রাপ্য তলব করা, ওজন ও মাপে বেশি দেওয়ার মাহাত্ম্য, ওজন ও মাপে নেওয়ার সময় বেশী নেওয়া এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া নিষিদ্ধ এবং ধনী ঋণদাতার অভাবী ঋণগ্রহীতাকে (যথেষ্ট সময় পর্যন্ত) অবকাশ দেওয়া ও তার ঋণ মকুব করার ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [البقرة: ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُم } [هود : ٨٥]

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না। *(হূদ ৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } [المطففين : ١-٦]

অর্থাৎ, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এক মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। *(মুত্বাফফিফীন ১-৬ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِه أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً)) ثُمَّ قَالَ : ((أَعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّه)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّه، قَالَ: ((أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). متفقٌ عَلَيْه

১/ ১৩৭৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে রূঢ়ভাবে তাঁর কাছে পাওনা তলব করল। তখন সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ হক (পাওনা)দারের কথা বলার অধিকার আছে। তারপর বললেন, ওকে ঠিক সেই বয়সের (উঁট) দিয়ে দাও যে বয়সের (উঁট) ওর ছিল। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তার চেয়ে উত্তম (উঁট) বৈ পাচ্ছি না। তিনি বললেন, ওকে (ওটিই) দিয়ে দাও, কেননা, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى)). رواه البخاري

২/ ১৩৭৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে ব্যক্তি উদার; যখন সে ক্রয় করে, যখন সে বিক্রয় করে এবং যখন সে পাওনা তলব করে। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)). رواه مسلم

৩/ ১৩৭৭। আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের অস্থিরতা ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দিবেন, তাহলে সে যেন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিকে অবকাশ দান করে অথবা তার ঋণ মকুব করে দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১৩৭৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (প্রাচীনকালে) একটি লোক লোকেদের ঋণ দিত এবং তার চাকরকে বলত যে, যখন তুমি কোন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির কাছে যাবে, তাকে ক্ষমা করে দিবে। হয়তো (এর প্রতিদানে) আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে (অর্থাৎ, মারা গেলে) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مَسعُودٍ البَدرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِراً ، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ. قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : نَحْنُ أَحَقُّ بِذلِكَ مِنْهُ؛ تَجَاوَزُوا عَنْهُ)). رواه مسلم

৫/ ১৩৭৯। আবূ মাসঊদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের মধ্যে একটি লোকের হিসাব নেওয়া হয়েছিল। তার একটি মাত্র সৎকর্ম ব্যতিরেকে আর কোন ভাল কাজ পাওয়া যায়নি। সেটি হল এই যে, সে লোক সমাজে মিলে-মিশে থাকত। সে ছিল কিন্তু সচ্ছল (বিত্তশালী)। নিজ চাকরদেরকে গরীব ঋণগ্রস্তদের ঋণ মকুব করার নির্দেশ দিত। (এসব দেখে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, আমি তো ওর চাইতে বেশি ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারী। (হে ফিরিশ্তাবর্গ!) তোমরা ওকে মাফ করে দাও। *(মুসলিম)*

وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ قَالَ : أُتِيَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : ((وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً)) قَالَ : يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ . فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ((أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي)) فَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو مَسعُودٍ الأَنصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬/ ১৩৮০। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এক এমন বান্দাকে যাকে তিনি ধনৈশ্বর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন; তাঁর কাছে হাজির করা হল। তিনি (আল্লাহ) তাকে বললেন, তুমি দুয়িনাতে কি আমল করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, অথচ আল্লাহর কাছে তারা (লোকেরা) কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। সে বলল, প্রভু! তুমি আমাকে ধনৈশ্বর্য দিয়েছিলে। আমি জনগণের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছি। আর উদারতা ছিল আমার বিশেষ অভ্যাস, ধনীর সাথে নমনীয় ব্যবহার দেখাতাম এবং গরীবদেরকে (সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত) অবকাশ দিতাম। মহান আল্লাহ বললেন, আমি তোমার চাইতে এ ব্যাপারে অধিক হকদার। (হে ফিরিশ্তাবর্গ!) তোমরা আমার (এই) বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। উক্ববাহ ইবনে আমের ও আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমরা নবী ﷺ প্রমুখাৎ এরূপই শুনেছি। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَومَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৭/ ১৩৮১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোন ঋণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা অবধি) অবকাশ দিবে বা তাকে ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اِشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً، فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ . متفقٌ عَلَيْهِ

৮/ ১৩৮২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ একবার তাঁর (জাবেরের) নিকট থেকে একটি উট ক্রয় করলেন। সুতরাং তিনি তার মূল্য পরিশোধ করার সময় (স্বর্ণ-রৌপ্য প্রাপ্য অপেক্ষা) ওজনে বেশি দিলেন। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي صَفْوَان سُوَيْدِ بنِ قَيسٍ ﷺ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَسَاوَمَنَا بسَرَاوِيلَ ، وَعِندِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ : ((زِنْ وَأَرْجِحْ)). رواه أَبو داود ، والترمذي وقال : ((حديث حسن صحيح))

৯/ ১৩৮৩। আবূ সাফওয়ান সুআইদ ইবনে ক্বাইস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাখরামাহ আব্দী 'হাজার' নামক জায়গা থেকে কিছু কাপড় (বিক্রির উদ্দেশ্যে) আমদানি করেছিলাম। নবী ﷺ আমাদের নিকট এসে পায়জামার দর-দাম করতে লাগলেন। আমার নিকটে একজন কয়াল (মাপনদার) ছিল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (স্বর্ণ-রৌপ্য) ওজন করে দিত। সুতরাং তিনি কয়ালকে বললেন, ওজন কর ও একটু ঝুঁকিয়ে ওজন কর। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ইল্‌ম (জ্ঞান ও শিক্ষা) বিষয়ক অধ্যায়

পরিচ্ছেদ - ২৪১

ইল্‌মের ফযীলত

আল্লাহ বলেন, { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } [طه : ١١٤]

অর্থাৎ, বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। *(ত্বা-হা ১১৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? *(যুমার ৯ আয়াত)*

আল্লাহ আরো বলেন,

{ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ } [المجادلة : ١١]

অর্থাৎ, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(মুজাদালা ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, { إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ } [فاطر : ٢٨]

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। *(ফাত্বের ২৮ আয়াত)*

وَعَن مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ১৩৮৪। মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/ ১৩৮৫। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তার সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিখায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক।

وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/ ১৩৮৬। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হেদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করল। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হেদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لِعَلِيٍّ ﷺ : ((فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১৩৮৭। সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). رواه البخاري

৫/ ১৩৮৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইস্রাঈল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদীস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিল। *(বুখারী)*

*** (প্রকাশ থাকে যে, বনী-ইস্রাঈল হতে কেবল ইসলাম সমর্থিত হাদীস বর্ণনা করতে পারা যায়। ব্যাপকভাবে তাদের সব রকম হাদীস গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর রসূলের নামে মিথ্যা আরোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ফলে হাদীস অতি সতর্কভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক এবং জাল ও দুর্বল হাদীস থেকে বিরত থাকা নৈতিক কর্তব্য। সহীহ-যয়ীফ হাদীসের গ্রন্থ ও কম্পিউটার প্রোগাম বর্তমানে প্রায় সর্বত্র সুলভ। সুতরাং হাদীস সম্বন্ধেও যাচাই-বাছাই করা মুসলিমদের একটি দ্বীনী কর্তব্য।)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ)) . رواه مسلم

৬/ ১৩৮৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। *(মুসলিম)*

وَعَنه أَيضاً ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً)) . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭/ ১৩৯০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না। *(মুসলিম)*

وَعَنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) . رواه مسلم

৮/ ১৩৯১। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্‌ম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দুআ করতে থাকে। *(মুসলিম)*

وَعَنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالاَهُ ، وَعَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৯/ ১৩৯২। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইহজগত অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিক্‌র ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালেবে ইল্‌মের কথা স্বতন্ত্র। *(তিরমিযী হাসান)*

১০/ ১৩৯৩। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ তিরমিযী)

১১/ ১৩৯৪। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটিও যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ তিরমিযী)

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

১২/ ১৩৯৫। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ করে থাকে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيه عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّة، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي

১৩/ ১৩৯৬। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফিরিশ্তাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্‌মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُود ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

১৪/ ১৩৯৭। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এই দুআ বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদীস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلجَامٍ مِنْ نَارٍ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১৫/ ১৩৯৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) يَعْنِي : رِيحَهَا . رواه أَبو داود بإسناد صحيح

১৬/ ১৩৯৯। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল যার দ্বারা আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) . متفقٌ عَلَيْهِ

১৭/ ১৪০০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com